চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com
JAGARAN ■ 2 August, 2021 ■ আগরতলা, ২ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

টিএসআর-কে করা হবে স্মার্ট ব্যাটেলিয়ান

রবিবার সিপাহীজলার পাথালিয়াঘাট টি এস আর ১১নং ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটার পরিদর্শন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ১ আগস্ট।। টিএসআর-কে স্মার্ট ব্যাটেলিয়ান হিসেবে গড়ে তুলতে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ সিপাহীজলার পাথালিয়াঘাট টি এস আর ১১নং ব্যাটেলিয়ানের হেড কোয়াটার পরিদর্শন শেষে সৈনিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। আজ বিকেলে ব্যাটেলিয়ান হেড কোয়াটারে এসে পৌঁছালে বাহিনীর জওয়ানগণ মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী ব্যাটেলিয়ানের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শন করেন। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী টি এস আর ১১নং ব্যাটেলিয়ানের জওয়ানদের দ্বারা আয়োজিত এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন ও ব্যাটেলিয়ান প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এক সময়ে সন্ত্রাস কবলিত ত্রিপুরায় শান্তি স্থাপনে টি এস আর বাহিনীর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এদিন ১১ নং ব্যাটেলিয়ানে সৈনিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখার সময় উপস্থিত জওয়ানদের থেকে জানতে চান, জওয়ানদের মধ্যে কারা কৃষক পরিবার সন্তান। সৈনিক সম্মেলনে উপস্থিত অধিকাংশ জওয়ানরা জানায় তারা কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের কোভিড অতিমারী পরিস্থিতিতে বিভিন্ন জনপদে খাবার পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে লকডাউন বা করোনা কার্ফুতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে টি এস আর জওয়ানরা। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, এই বাহিনীর কাজে যেমন সম্মান আছে তেমনি বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতারও সম্মুখীন হতে হয়। মানুষ পুলিশ এবং টি এস আরকে তাদের পাশে দেখতে পেলেই অনুভব করতে পারে যে সরকার জাগ্রত আছে। বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে অনেকেই আছে যারা বিশেষ প্রতিভার অধিকারী। তাদেরকে চিহ্নিত করে যোগ্য সম্মান প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, এই ব্যাটেলিয়ানের ৫ জন জওয়ান জাতীয় সাতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। প্রয়োজনে গতানুগতিক ধারা থেকে বেরিয়ে এসে বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি ও তাদের ভাল কাজে উৎসাহিত করতে বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। ব্যাটেলিয়ানের পারিপার্শিক ও বিভিন্ন ইতিবাচক দিক সামাজিক মাধ্যমে তুলে ধরতেও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): ইতিহাস গড়ে ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পরবর্তী বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে চলেছেন নরেন্দ্র মোদী। আগামী ৯ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের পরবর্তী বৈঠক। আর সেই বৈঠক হতে পারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের প্রাক্তন দূত সৈয়দ আকবরউদ্দিন রবিবার এই বিষয়টি টুইট করে জানিয়েছেন।

এদিন টুইটারে তিনি লিখেছেন, এ বারের বৈঠক হবে ভার্চুয়ালি। এই মাসেই ফ্রান্সের থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকে সভাপতিত্বের দায়িত্ব এসেছে ভারতের হাতে। আর সেই কারণেই আশা করা হচ্ছে, আগস্টে নিরাপত্তা পরিষদের সভা পরিচালনার ভার নিতে পারেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ ছাড়াও রাষ্ট্রসঙ্ঘের একাধিক জরুরি বিভাগের বৈঠকে সভাপতিত্ব করার কথা রয়েছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ও বিদেশ সচিব হর্ষবর্ধন শ্রিংলার।

আকবরউদ্দিন টুইটে আরও জানিয়েছেন, নিরাপত্তা পরিষদের ৭৫ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর আগে একাধিক বার রাষ্ট্রসঙ্ঘের বৈঠকগুলি পরিচালনার ভার ভারতের হাতে পড়লেও একবারও সভাপতিত্ব করেননি ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী।

সোমবার ২ আগস্ট থেকেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছে ভারত। সেই দায়িত্ব পালন শুরু করার আগে শুক্রবারই দায়িত্বভার বুঝে নিয়েছে ভারত। ইতিমধ্যেই রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের রাষ্ট্রদূত টিএস তিরুমূর্তি জানিয়েছেন, ভারতকে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মিজোরামে পণ্যবাহী গাড়ি যাওয়া বন্ধ না করলে

ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের অর্থনৈতিক অবরোধের হুমকি করিমগঞ্জ জেলার নাগরিকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১ আগস্ট।। এবার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে চুড়াইবাড়িতে অবরোধ! অসম-ত্রিপুরা সীমান্তবর্তী করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত চুড়াইবাড়িতে অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে উত্তরপূর্বের ছোট পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরাকে কড়া বার্তা দেওয়া হয়েছে। আর এজন্য বারো ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন করিমগঞ্জ জেলার নাগরিকরা।

দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার বুক চিরে ধাবিত ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং রেলপথে অবরোধ সৃষ্টি করে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তুলতে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। তবে কাছাড় জেলার অসম-মিজোরাম সীমান্তে লায়লাপুরের ঘটনার মতো আসম-ত্রিপুরা সীমান্তে গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেনি। নিছক মিজোরামকে উদারতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ায় ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে ফুঁসছেন করিমগঞ্জ তথা বরাকের সচেতন নাগরিকরা।

গত সোমবার (২৬ জুলাই) অসম-মিজোরাম সীমান্তের লায়লাপুরে মিজো সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীদের হাতে শহিদ হয়েছেন অসম পুলিশের ছয় জওয়ান এবং এক নাগরিক। এছাড়া গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন ৭০-এর বেশি অসম পুলিশ এবং সাধারণ নাগরিক। আর ওইদিন থেকেই কাছাড় এবং হাইলাকান্দির ওপর দিয়ে মিজোরামে দানাপানি পাঠানো হয়ে গেছে। কাছাড় জেলার বুক চিরে মিজোরামগামী ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়ক এবং কাটাখাল-ভৈরবী রেলরুটের নানা স্থানে ক্ষুব্ধ জনতা সহ নানা সংগঠন অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করে মিজোরামকে মোক্ষম জবাব দিচ্ছেন। ২৬ জুলাই থেকে ১ আগস্ট, এক সপ্তাহ ধরে অর্থনৈতিক অবরোধের ফলে মিজোরামে কার্যত তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে। দানাপানি বন্ধ হওয়ার উপক্রম ওই রাজ্যে।

কিন্তু পরিত্রাণের উপায়? মিজোরাম সরকার শেষমেষ দ্বারস্থ হয়েছে পার্শবর্তী ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরার। ত্রিপুরা ও মিজোরামের মধ্যে যদিও জাতীয় সড়ক সংযোগ নেই, তবে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া হয়ে মিজোরাম যাওয়ার একটি রস্তা রয়েছে। অসমের সঙ্গে যখন মিজোরামের সব জাতীয় সড়ক সহ সংযোগী পথ অবরুদ্ধ, সে সময় মিজোরামের খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিতে ত্রিপুরার সহযোগিতা চেয়েছিল জোরামথাঙ্গা সরকার। এতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরাও।

জানা গেছে, ত্রিপুরার উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া হয়ে মিজোরাম পৌঁছচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী। আর ত্রিপুরা সরকারের মদতে মিজোরামের উদ্দেশ্যে প্রতিদিন পণ্য বোঝাই লরি দামছড়া পূর্ত সড়ক দিয়ে মিজোরামে ঢুকছে।

এতেই ক্ষুব্ধ অসমের সচেতন নাগরিক সহ বিভিন্ন সংগঠন। এবার চুড়াইবাড়িতে অবরোধ সৃষ্টি করে ত্রিপুরাকে মোক্ষম জবাব দিতে চাইছেন তাঁরা। এই সকল ক্ষুব্ধ জনতা সহ স্থানীয় নাগরিকদের বক্তব্য, যেখানে মিজোরামের দুষ্কৃতকারীরা অসমের জমি জবরদখল করার পাশাপাশি ছয় জওয়ানকে হত্যা করেছে, সেটা কি ত্রিপুরা সরকার বা সে রাজ্যের জনগণের অজানা? জেনেশুনে কীভাবে মিজোরামকে পণ্য পরিবাহী গাড়ি যেতে অনুমতি দিতে পারে বিপ্লবকুমার দেবের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রকাশ্য দিবালোকে বিলোনীয়ায় পুলিশ হেপাজত থেকে পালিয়ে গেল আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে গেছে আসামি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিলোনিয়া থানার পুলিশ হেফাজত থেকে প্রকাশ্যে দিনের বেলায় মেডিকেল করানোর জন্য হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় এক কুখ্যাত চোর।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে,বিলোনিয়া শহরের ঢিলছোড়া দূরত্বে আমজাদনগর এবং ঝরঝরিয়া এলাকা থেকে এলাকাবাসীদের সহযোগিতায় সরকারি সোলার লাইটের ব্যাটারি চুরির দায়ে তিন কুখ্যাত চোরকে আটক করে বিলোনিয়ার থানার পুলিশ। রবিবার সকালে সরকারি নিয়মবিধি মেনে অভিযুক্তদের করোনা পরীক্ষা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে।

হীরা চান মিয়াকে করোণা পরীক্ষা করানোর সময় ইব্রাহিম মিয়া সুযোগ বুঝে নিরাপত্তারক্ষীদের চোখে ধুলো দিয়ে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।যদিও আসামিকে ধরতে- দৌড় ঝাঁপ শুরু করেছে পুলিশ প্রশাসন। উল্লেখ্য ,অভিযুক্ত দুই জন হীরা চাঁন মিয়া ও ইব্রাহিম মিয়াকে হাসপাতালে আনার সময় কোন পুলিশ অফিসার ছাড়া-শুধুমাত্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়দোয়ালীতে ফাঁসিতে এক ব্যক্তি আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের টাউন বড় দোয়ালী এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক ব্যক্তি। তার নাম সমীর দাশগুপ্ত। বয়স আনুমানিক সাতচল্লিশ বছর। নিজ বাড়ির তিন তালায় একটি কক্ষে ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে পরিবারের লোকজন রা বাড়িতে ছিলেন না। তারা সোনামুড়া বেড়াতে গিয়েছিলেন। বাড়ির একটা ভাড়াটিয়া তার ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজনদের খবর দেয়। খবর পাঠানো হয় আগরতলা পশ্চিম থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এর পেছনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ আসছেন তৃণমূলের অভিষেক, কী বার্তা দেন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। আগামীকাল সোমবার রাজ্যে আসছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার তৃণমূলের তরফে এ কথা জানানো হয়েছে।

সোমবার রাজ্যে দু’টি কর্মসূচি রয়েছে অভিষেকের। প্রথমে বেলা ১২টায় ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পুজো দেবেন তিনি। এরপর দুপুর সাড়ে ৩টেয় আগরতলার একটি হোটেলে সাংবাদিক সম্মেলন করবেন অভিষেক। যদিও আগে জানা গিয়েছিল, দিল্লি থেকেই শুক্রবার সকালে দু’’দিনের সফরে আগরতলার উদ্দেশে রওনা হবেন অভিষেক। কোভিড পরিস্থিতির কারণে এখানে তিনি কোনও প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি করবেন না বলেও জানা গিয়েছে। কিন্তু পরে সেই পরিকল্পনায় বদল হয়। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যান অভিষেক।

গত কয়েক দিন ধরে ক্রমাগত উত্তাপ বাড়ছে ত্রিপুরার রাজনৈতিক মহলে। ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আইপ্যাক-এর ২৩ কর্মীকে আগরতলার হোটেল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্য সংঘবদ্ধ হামলায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার ইন্দ্রনগর জমি বিক্রি করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক ব্যক্তি। আক্রান্ত ব্যক্তির নাম অরিন্দম চন্দ। জানাযায় কেন্দ্র করে তাঁর কিছু জায়গা রয়েছে। ওই জায়গা বিক্রি করার চেষ্টা করলে এলাকার কিছু মাফিয়া যুবক তাতে বাধা দেয়। জমি বিক্রি করতে হলে তাদের কাছেই বিক্রি করতে হবে বলে তাঁরা হুলিয়া জানি করে। এদিকে জমির মালিক অপর এক ব্যক্তির কাছে জমি বিক্রি করে দেন। এনিয়ে মাফিয়াদের সঙ্গে জমির মালিকের বিবাদ তুঙ্গে উঠে।

জমির মালিক অরিন্দম চন্দ জানান গতকাল জমির মাপতে গেলে মাফিয়ারা তাকে বাধা দেয়। এমনকি তার বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যায়। রবিবার পুনরায় তিনি শ্রমিকদের নিয়ে নিজের জমিতে যান জমি মাপার জন্য। মাফিয়াদের নির্দেশ অমান্য করে জমি মাপতে যাওয়ায় তার উপর আক্রমণ চালানো হয়। তার পরিধেয় কাপড় চোপড় ছেড়ে দেওয়া হয়। মাফিয়াদের সঙ্ঘবদ্ধ হামলায় জমির মালিক অরিন্দম চন্দ আহত হন। ঘটনার খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাকে আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানান জমির মালিক অরিন্দম চন্দ। তিনি জানান মাফিয়াদের বেশ কয়েকজনের নাম জানেন। তার ওপর আক্রমণ চালানোর পর নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল ঘোষিত, পাশের হার বেড়ে ৯২.২৯ শতাংশ, আবারও মেয়েরা এগিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ আগস্ট।। ত্রিপুরায় মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিকেও পাশের হার যেমন বেড়েছে, তেমনি উচ্চ মাধ্যমিকেও মেয়েরাই ছেলেদের টেক্কা দিয়ে এগিয়ে গেছে। মেয়েদের এই ধারাবাহিক সাফল্য নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য বলেই সকলে মনে করছেন। আজ রবিবার ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল-এর ফলাফল ঘোষণা করেছে। প্রকাশিত ফলাফলে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে পাশের হার বেড়ে হয়েছে ৯২.২৯ শতাংশ। নিয়মিতদের পাশের হার বেড়ে হয়েছে ৯৫.২০ শতাংশ। তেমনি মাদ্রাসা ফাজিল আর্টসে পাশের হার বেড়ে ৮৭.৫০ শতাংশ এবং থিওলজিতে পাশের হার বেড়ে ৮৮.২৪ শতাংশ হয়েছে।

আজ বিকেলে পর্ষদ কার্যালয়ের কনফারেন্স হল-এ এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল-এর ফলাফলের ঘোষণা করেছেন ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ড় ভবতোষ সাহা। তিনি জানান, উচ্চ মাধ্যমিকে জেলাস্তরে পাশের হারে শীর্ষে রয়েছে উত্তর ত্রিপুরা জেলা। আগামী শনিবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার মার্কশিট বিলি করবেন পর্ষদ কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিকের মতো উচ্চ মাধ্যমিকেও ১০০ শতাংশ পাশ করেছে এমন স্কুলের সংখ্যা ৪২৬।

পর্ষদ সভাপতি বলেন, করোনা পরিস্থিতির দরুন দেশ, রাজ্য সহ গোটা বিশ্ব এখন উদ্বেগে রয়েছে। যে কারণে ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে রাজ্যের স্কুলগুলিতে পঠনপাঠন ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। তবে অনলাইন এবং বিভিন্ন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে কিছু ক্লাশের ব্যবস্থা হয়েছিল। তিনি বলেন, ২০২১ সালের পরীক্ষা মার্চের পরিবর্তে মে মাসে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিড পরিস্থিতি অবনতির জেরে গত ১ মে পরীক্ষা স্থগিত রাখার ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে এর পরও কোভিড পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়ায় রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সুপারিশ এবং পর্ষদ কর্তৃক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পরীক্ষা সম্পর্কিত জনমত যাচাইয়ের ভিত্তিতে ১৬ মে পর্ষদের পরীক্ষাগুলি বাতিল করা হয়েছে।

তিনি জানান, পরীক্ষাগুলি বাতিলের পর ২১ জুন ১০ সদস্যের এক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে পর্ষদ এ বছরের উচ্চ মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা ফাজিল-এর ফলাফল প্রকাশ করেছে। পর্ষদ সভাপতি বলেন, এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ২৭,১৫৪ জন। সেই অর্থে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় গড় পাশের হার ৯২.২৯ শতাংশ। গত বছর গড় পাশের হার ছিল ৭৬.৫৩ শতাংশ। এ বছর নিয়মিতদের পাশের হার ৯৫.২০ শতাংশ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৮৩ ◻ ২ আগস্ট ২০২১ ইং ◻১৬ শ্রাবণ ◻ সোমবার ◻১৪২৮ বঙ্গাব্দ

ওবিসি সংরক্ষণ

সরকারি হিসাব অনুযায়ী দেশের ২৭ শতাংশ মানুষ অন্যান্য পশ্চাৎপদ শ্রেণীর। সংবিধান অনুযায়ী এইসব পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষজন শিক্ষা চাকরি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক সংরক্ষণ পাইবার অধিকারী। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়া পশ্চাৎপদ অংশের মানুষজন শিক্ষা স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের সুযোগ পাইতেছেন না। তাহাতে অসন্তোষ দেখা দিয়াছে। বিশেষ করিয়া শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে পিছাইয়া পড়া পশ্চাৎপদ শ্রেণীর অংশের মানুষজন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অনেকক্ষেত্রে ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হইতে হইতেছে। ইহা পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের কাছে প্রত্যাশিত। সংবিধান স্বীকৃত অধিকার নাগরিকদের কাছে পৌঁছাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব সরকার ও প্রশাসনের। এইসব বিষয় নিয়ে বহু মামলা-মোকদ্দমা হইয়াছে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সরকার পক্ষ পশ্চাৎপদ অংশের মানুষজনকে ন্যায্য অধিকার মিটাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছে। এবছর কেন্দ্রীয় সরকার ডাক্তারি পড়ুয়াদের জন্য আগেভাগেই সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার ফলে ক্ষোভ বিক্ষোভ অনেকটাই লাঘব হইয়াছে।

ডাক্তারি পড়িবার ক্ষেত্রে এই বার থেকে ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকিবে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী টুইট করিয়া এমনটাই ঘোষণা করিলেন। এক কথায়, ডাক্তারি পড়িবারর ক্ষেত্রে বড় সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্রীয় সরকার। জানানো হইয়াছে, ডাক্তারি পড়ার ক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ আসন সংরক্ষিত থাকিবার পাশাপাশি আর্থিক ভাবে পিছাইয়া পড়া পড়ুয়াদের জন্য থাকিবে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ। এ বছরের ভর্তির ক্ষেত্রেও এই সংরক্ষণের নিয়ম কার্যকর করা হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে।এই বিষয়ে টুইট করিয়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখিয়াছেন, """বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকেই অনগ্রসর শ্রেণির জন্য ২৭ শতাংশ সংরক্ষণ ও আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়াছে আমাদের সরকার।এই সিদ্ধান্ত দেশের যুব সমাজের হাজার হাজার প্রতিনিধিকে সাহস জোগাইবে বলিয়াও প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এ সিদ্ধান্ত সামাজিক ন্যায়ের এক সামগ্রিক চিত্র তুলিয়া ধরিবে জগতের সামনে।"""" এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে প্রায় ৫,৫০০ পড়ুয়া যাহাদের মধ্যে এমবিবিএসে ১,৫০০ জন, স্নাতকোত্তরে ২,৫০০ জন ওবিসি পড়ুয়া এবং স্নাতকোত্তরে ১,০০০ জন আর্থিকভাবে দুর্বল পড়ুয়া রহিয়াছেন, তাঁহারা লাভবান হইবেন বলিয়া সরকারি সূত্রের দাবি।এই সিদ্ধান্ত দেশের যুব সমাজের হাজার হাজার প্রতিনিধিকে সাহস জোগাইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত পিছাইয়া পড়া ওবিসি অংশের মানুষের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য। শুধু ডাক্তারই পড়িবার ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিলে চলিবে না সমস্ত শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ অংশের মানুষের জন্য এই অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে। একটি জনদরদি সরকারের কাছে জনগনের এটাই প্রত্যাশা।

বেলপাহাড়ীর পর্যটন স্থলে ঢুকে পড়ল হাতির দল, সর্তক বার্তা বন দফতরের

ঝাড়গ্রাম, ১ আগস্ট (হি.স.): জঙ্গলমহলের পাহাড় জঙ্গল ঘেরা বেলপাহাড়ীর পর্যটন স্থলে ঢুকে পড়ল হাতির দল। হাতির দল পর্যটন স্থলে ঢুকে পড়ায় আতঙ্কিত মানুষজেরা।বন দফতরের পক্ষ থেকে মানুষ জন,পর্যটকদের উদ্দেশ্য জঙ্গলে যেতে নিষেধ হয়েছে।

সাম্প্রতি দিন কয়েক আগেই জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে হাতি দেখতে গিয়ে হাতির হানায় প্রান হারিয়ে ছিলেন কলকাতার এক পর্যটক। কিন্তু এবার পর্যটন এলাকায় হাতির দল ঢুকে পড়ায় আতঙ্ক ছড়িয়ে। ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি এলাকার এক অন্যতম পর্যটন স্থল হল ঘাঘরা জল প্রপাত। আর এই জলপ্রপাত দেখতে সারা বছর ধরেই পর্যটকদের ভীড় লেগে থাকে। আর এই ঘাঘরা লাগুয়া জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে বারোটি দলমা দলের হাতি। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝাড়খন্ড রাজ্য থেকে কাকড়াঝোর হয়ে ভুলাভেদা ধরে ঘাঘড়ার জঙ্গলে ঢুকে পড়ে দলমা দলের বারোটি হাতি বলে বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই রকম একটি জনপ্রিয় পর্যটন এলাকায় হাতির দল চলে আসায় একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যে কোন সময় হাতি মানুষের সামনে চলে আসতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

বন দফতরের পক্ষ থেকে মানুষ জন,পর্যটকদের উদ্দেশ্য জঙ্গলে যেতে নিষেধ হয়েছে। তার সাথে বনসুরক্ষা কমিটি গুলিকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে বলা হয়েছে। যাতে মানুষ জন কোনভাবে জঙ্গলের দিকে না যায় তার জন্য বনসুরক্ষা কমিটি গুলিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। বনদফতর চেষ্টা করছে দ্রুত হাতি গুলিকে ওই এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলতে।

বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সময় পুজার আগে দলমা থেকে হাতির দল জেলায় প্রবেশ করে।বেলপাহাড়ির ঝাড়খন্ড রাজ্য সীমানা বরাবর কাকড়াঝোড় এলাকায় কয়েক বছর আগে হাতির দলকে আটকাতে প্রায় তেত্রিশ কিমি পরিখা খনন করা হয়েছিল। কিন্তু কিছু জায়গা রায়তি জমি থাকায় সেই সব জায়গা ফাঁকা রয়েছে। আর চালাক হাতির দল সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছে বেলপাহাড়িতে।

অন্যদিকে শনিবার রাতে নয়াগ্রাম ব্লকের চাঁদাবিলা হাইস্কুলে ঢুকে খাবারের সন্ধান করে একটি হাতি। হাতি দেখতে স্থানীয় মানুষজনেরা ভীড় জমান। যদিও পরে স্থানীয় মানুষজনের তাড়া খেয়ে পাশের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নেয়। উল্লেখ্য গত কয়েক বছর ধরে জঙ্গলমহলের ঝাড়্গাম, মেদিনীপুর ও খড়্গাপুর রেঞ্জের বিভিন্ন জঙ্গল লাগুয়া গ্রাম গুলিতে সারা বছর ধরে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দলমার দামালেরা। যার ফলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি প্রায় দিনেই হাতির হানায় মৃত্যু ও আহতের ঘটনা ঘটছে জঙ্গলমহলে।

যদিও বনদফতর বারে বারে সচেতন করছে হাতির সামনে না যাওয়ার জন্য। এলাকায় হাতি থাকলে সেই পথে যাতায়াত করতে নিষেধ করা হয়েছে, হাতিকে উত্ত্যক্ত করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষ বনদফতরের সেই সতর্ক বার্তাকে আগ্রাহ্য করেই হাতির সামনে গিয়ে ল্যাজ ধরে টানা, সেলিফি তোলা, ঢিল ছোঁড়ার ভিডিও একাধিক বার সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতে দেখা গিয়েছে। তাই বনদফতরের দাবি মানুষ সচেতন না হলে হাতির হানায় মৃত্যু, আহতের ঘটনা ঠেকানো সম্ভব না। মানুষকে সচেতন হতে হবে।

এদিকে স্থানীয় মানুষজনেদের অভিযোগ এলাকায় হাতি থাকলেও হাতি গুলিকে তাড়ানোর কোনো ব্যবস্থা করছে না বনদফতরের কর্মীরা। আর যার ফলে প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। বনদফতর সুত্রে জানা গিয়েছে চলতি বছরে জুলাই মাস পর্যন্ত হাতির হানায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। আর এই হাতির হামলায় আহত, নিহতের ঘটনা ঘটতে থাকায় জঙ্গল লাগুয়া গ্রামীন এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ছে। তবে পর্যটন এলাকায় হাতি ঢোকায় চিন্তা বেড়েছে। এই বিষয়ে ঝাড়গ্রামের ডিএফও শেক ফরিদ বলেন ' ঘাঘড়া দলমা দলের হাতি ঢুকেছে। এলাকা খবর দেওয়া হয়েছে। বনসুরক্ষা কমিটি গুলিকে নজর রাখছে বলা হয়েছে। দলটাকে সরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। '

সত্যজিৎ-চর্চা কেন এখনও এত প্রাসঙ্গিক

সয়ৈদ হাসমত জালাল

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের ফল গণনা নিয়ে মানুষের আগ্রাহ এবং মানসিক উত্তেজনা থাকা খুবই স্বাভাবিক। এবার এই আগ্রহ শুধু বাংলার মানুষেরই নয়, সারা ভারত তাকিয়েছিল এখানকার নির্বাচনী ফলাফলের দিকে। আর এই আগ্রহ বা উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে চলে গেল সত্যজিৎ রায়ের জন্মশতবর্ব পূর্তি দিনটি। সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে সাহিত্য-সিনেমাপ্রেমী মানুরে যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ, যে বিপুল উৎসাহ তাতে এই দিনটি এবার প্রবল উদ্দীপনার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতে পারত। তবে এখনকার এই ভয়াবহ করোনার আবহে সত্যজিৎ রায়ের এই জন্মদিনটি উদ্‌যাপনের পক্ষেও অনুকূল নয়।

তবু নির্বাচনের ফল ঘোণযা ৩ মে বা অন্য কোনোদিন হলে অন্তত বিভিন্ন গণমাধ্যমে বা আন্তর্জালিক অনুষ্ঠানে ২ মে দিনটিকে এবার অন্যভাবেও স্মরণ করেত পারত সত্যজিৎ-অনুরাগী মানুষেরা। কিন্তু তা হল না। আফশোস থেকে গেল। তবে আশা করা যায় সারা বছর ধরে সত্যজিৎ-চর্চা চলবে । সত্যজিৎ-চর্চা চালিয়ে যাওয়ার অবশ্যই প্রয়োজন আছে।

সত্যজিৎ রায় তার চলচ্চিত্র প্রথম থেকেই ভারতীয় বাস্তবতাকে তুলে ধরলেও তাঁর মস্ত সৃজনকর্মের মধ্যে কাজ করেছে মানবতা ও বিশ্ববীক্ষা। তাঁর 'পথের পাঁচালি' কান চলচ্চিত্র উৎসবে শুধু পুরস্কৃতই হয়নি এই ছবিটি সম্পর্কে বলা হয়েছিল 'একটি শ্রেষ্ঠ মানবিক দলিল'। পরবর্তী সময়ে বিশ্বনন্দিত চিত্রপরিচালক আকিরা কুরোসাওয়া বলেছিলেন, সত্যজিতের ছবি না দেখা আর পৃথিবীতে বা করে চন্দ্র-সূর্য না দেখা একই কথা। ভারতীয় বরণ্যে চিত্রপরিচালক শ্যাম বেনেগাল বলেছিলেন, 'সসত্যজিৎ রায়ই একমাত্র ভারতীয় চলচ্চিত্রকার যিনি ছবি করেছেন ভারতীয় পদ্ধতিতে। তাঁর হাত ধরেই ভারতীয় চলচ্চিত্র বাস্তবতা এসেছে। আর এক প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঋত্বিক ঘটকের মতে, পথের পাঁচালির ইন্দির ঠাকরুণ গ্রামবাংলার আত্মার প্রতিমা।

সুতরাং লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, বাঙালি সসত্যজিৎ রায় একই সঙ্গে বাংলা ভারতও বিশ্বের মানবতা বোধের সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিলেন। যেমন পেরেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯ বছর বয়সে ১৯৪০ সালে সত্যজিৎ শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ভর্তি হন। সেখানে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন নন্দলাল বসু ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীদের। পরে বিনোদবিহারীকে নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও নির্মাণ করেছিএলন শান্তিনিকেতনে ছাত্রাবাস্থায় সেখানকার গ্রন্থাগারে বিশ্বের সেরা বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র সমালোচক ত্যত্ত্বিক ও পরিচালকের লেখা বই পড়ার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ তখন শান্তিনিকেতনে ছাত্র সত্যজিৎ তাঁর শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে অজন্তা-ইলোরা সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ছবি আঁকতে গিয়েছেন। তাতে তাঁর ভারতীয় শিল্পের প্রতি অনুরাগ আরও গভীর হয়েছিল ঠিকই কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন অসামান্য সব সৃষ্টি ইতিমধ্যেই ভারতের শিল্প -সাহিত্যে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভারতীয় চলচ্চিত্রে ক্ষেত্রে তেমন কাজ হয়নি। এখন কাজ করার অনেক সুযোগ রয়ে গিয়েছে। তাই তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারে পড়া চলচ্চিত্র বিষয়ক বইগুলি নিশ্চয়ই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরে ১৯৪৭ সসালে কলকাতায় তিনি চিদানন্দ দশগুপ্ত সসহ অন্যান্যদের সঙ্গে কলকাতা ফিল্ম সোসসাইটি গড়ে তোলেন এবং সেখানে বিশ্বের ভালো ছবি দেখার সুযোগ পান ১৯৫০ সালে বিজ্ঞাপন পরিচালিত নব্য বাস্তববাদী ছবি 'দ্য বাইসাইকেল থিভস' দেখেও উদ্দীপ্ত হন। তারপরই ১৯৫১ সালে শুরু করেন তাঁর 'পথের পাঁচালি'র কাজ এবং ১৯৫৫ সালে তা মুক্তি পায়। তারপরের ঘটনা তো ইতিহা।

তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে নির্মিত চারটি ছবির কথা একটু ভেবে দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ঘরে বাইরে' নিয়ে তিনি চলচ্চিত্র তৈরির কথা ভেবেছিলেন এবং তার নিত্রনাট্যও লিখে ফেলেছিলেন। ছবিটা তৈরি

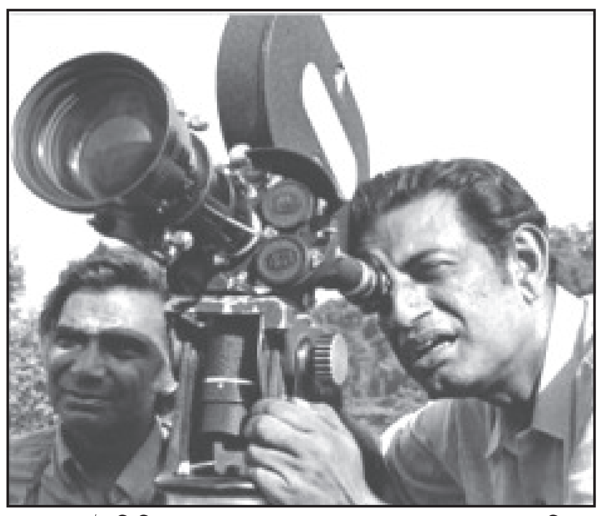

করার সময়ই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন তখন ক্যামেরার কাজে এগিয়ে আসেন তাঁর পুত্র সন্দীপ রায় ১৯৮৪ সালে ছবিটি মুক্তি পায়। তখন ছবিটি দেখেছিলাম কিন্তু সম্প্রতি ছবিটি আবার দেখতে দেখতে বারবার উঠেছি। নতুন করে যেন আবিষ্কার করেছিল এই তাৎপর্য সন্দীপ চরিত্রটি এক উগ্র জাতীয়বাদী যুবক, যে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করার জন্য প্রচার চালায় অথচ নিজে বিদেশি সিগারেট বর্জন করে না। আরামপ্রিয় বোগী বন্ধুপত্নীর প্রতি আসসক্ত এই সন্দীপ স্বদেশিয়ানার নামে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত তা দাঙ্গার রূপ নেয়। কিন্তু তার বন্ধ জমিদার নিখিলে অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবাদী এবং সে দরিদ্র কৃষকদের বাঁচাতে গিয়ে ওই দাঙ্গায় আক্রান্ত ও মারাত্মকভাবে আহত হয় আজকের ভারতের রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ছবিটি ভিন্নতর মাত্রা পেয়ে যায় দেশেপ্রেমের নামে অন্ধ জাতীয়তাবাদ আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে এক তীব্র শৈল্পিক প্রতিবাদ এক ছবি।

শারীরিক অসুস্থতার কারণে এরপর থেকে আর বাইরে শ্যুটিং করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে এই অবস্থায় ১৯৮৯ সালে ইনডোরে কাজ করেই তৈরি করলেন। 'গণশক্র' সত্যজিৎ এখানে দেখিয়েছেন রাজনীতির সঙ্গে ধর্মব্যবা যুক্ত হলে তা কতখানি ভয়ঙ্কর শক্তি হয়ে উঠতে পারে। মন্দিরের পাইপ ফেটে গিয়ে দুষিত জল মেশার ফলে মন্দিরের চরণামৃত দুষিত হয়ে গেছে এবং সেই দূষিত চরণামৃত খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ছে মানু। জলের পাইপ সারিয়ে নিলেই সমস্যা মিটে যায় ,কিন্তু মন্দিরের ধর্মব্যবায়ীরা তা করে না আসলে পাইপ ফাটার কথা মেনে নিলে তাদের জারিজুরি আর খাটবে না।। এরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এক ডাক্তারবাবু।

সত্যজিতের অন্যান্য ছবিতেও এই ধরনের ধর্মীয় ভণ্ডারি বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা গেছে। আজ আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রীসহ বহু মন্ত্রী ও নেতার কণ্ঠে অদ্ভুত ও অকল্পনীয় সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব শোনা যায়। যেমন গণেশের শরীরে হাতির মাথা বসানো হয়েছিল খুব উন্নত মানের প্লাস্টিক সার্জারির ফলে বা মহাভারতের যুগে ইন্টারনেট ছিল কিংবা গোমুত্র পানে ক্যান্সার ও কোভিডের মতো রোগ সেরে যায়। এসব শুনলে 'গণশক্র'র কথা মনে পড়ে যায়।

১৯৯৯ সালে নির্মিত তাঁর 'শাখাপ্রাশাখা' ছবিটিও এখন খুব প্রাসঙ্গিক মনে হয়। পারিবারিক ও সসামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় তিনি তুলে ধরেছেন অপূর্ব নৈপুণ্যে। আজীবন সততার সঙ্গে কাটিয়ে আা এক বৃদ্ধ জানতে পারেন তাঁর তিনি পুত্রের দুর্নীতির কথা। কিন্তু শেষে মানসিকভাবে অসুসস্থ তাঁর চতুর্থ সন্তানের প্রতিবাদের মধ্যে তিনি কিছুটা ভরা খুঁজে পান। উল্লেখ্য এই তিনটি ছবির ওই মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯৯২ সালে শেষ ছবি 'আগন্তুক' তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ রায়। উৎপল দত্ত অভিনীতি এক হারিয়ে যাওয়া মামার ফিরে আসা তাঁকে নিয়ে পরিবারে বিভিন্নজনের সন্দেহ তৈরি হয় কিন্তু সেই বাড়ির ছোট ছেলেটির আগ্রহে ওই মামা মানুষের স্বাভাব, প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সভ্যতার নিয়ে আলোচনা করেন, যা, আমাদের সমাজকে বিভিন্ন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দেয়। চিরন্তন মানবিক ধর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধের কথা উঠে আসেস আসলে এ যেন সত্যজিৎ রায়ের নিজেরই জীবনদর্শন। বাঙালির 'কূপমণ্ডুকতা'র বিরুদ্ধে এক তীব্র আঘাত হেনেছেন সত্যজিৎ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা বাঙালির জ্ঞানচর্চা ও বুদ্ধিচর্চার এই দুর্দিনে সত্যজিৎ আমাদের ভাবিয়ে তোলেন এইভাবে। তবে মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারতে দেন না। এসব কারণেই সত্যজিৎ -চর্চা প্রয়োজন আমাদের। **(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)**

মাতৃ দুগ্ধ অমৃত সমান

সৌমিত কুড়ি

একটি সুস্থ প্রজন্ম আগামীকাল আপনার আজকের বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ ২০২১-এর স্লোগান হল বুকের দুধ খাওয়ানো: জীবনের ভিত্তি। বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ থিম বুকের দুধ খাওয়ানোকে রক্ষা করে: একটি যৌথ দায়িত্ব, স্তনপান স্বাস্থ্য এবং বেঁচে থাকার নিশ্চিত করার জন্য বুকের দুধ খাওয়ানো অন্যতম কার্যকর উপায়।

যাইহোক, ৩টি শিশুর মধ্যে প্রায় ২টি সুপারিশকৃত ৬ মাসের জন্য একচেটিয়াভাবে বুকের দুধ খাওয়ানো হয় না - এই হার যা ২ দশকে উন্নত হয়নি।

১. বুকের দুধ খাওয়ানো হল প্রথম মৌখিক টিকা, কারণ এতে জ্জঙ্খ রয়েছে। ২. বুকের দুধে শিশুর জন্য সব পুষ্টি থাকে এবং সহজেই হজম হয়। এটি পরিষ্কার এবং নিরাপদ। ৩. বুকের দুধ শিশুকে ডায়রিয়া, জন্ডিস ইত্যাদি সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে ৪. অনাক্রম্যতা এবং আইকিউ স্তর বৃদ্ধি। তাই বেঁচে থাকার এবং শিশুর সুস্বাস্থ্য অর্জনের জন্য বুকের দুধ খাওয়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

একটি সুস্থ শিশু পরিবারের পাশাপাশি সমাজ থেকেও বোঝা কমায়।তাই দীর্ঘমেয়াদে বুকের দুধ খাওয়ানো জাতির জন্য একটি সুস্থ শিশু গড়ে তুলতে সাহায্য করে।বিশ্ব স্তন্যপান সপ্তাহ প্রতি ১ থেকে ৭ আগস্ট উদযাপিত হয় এবং ১৯৯২ সালে বার্ষিক থিম দিয়ে শুরু হয়।

অনুকূল শিশু এবং ছোট শিশু খাওয়ানোর (আইওয়াইসিএফ) অনুশীলনের জন্য ঢহ্ঞ্জ এবং ইউনিসেফের সুপারিশ। ১. জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানোর প্রাথমিক সূচনা। ২. জীবনের প্রথম ছয় মাসের জন্য এক্সক্লুসিভ বুকের দুধ খাওয়ানো। ৩. ছয় মাস পুষ্টিকর পর্যাপ্ত এবং নিরাপদ পরিপূরক প্রবর্তনের সাথে সাথে দুই বছর বয়স পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো বন্ধ রাখুন।

বুকের দুধ খাওয়ানো সবচেয়ে ভালো প্রাকৃতিক খাবার। এটি শিশুদের জন্য সবচেয়ে সস্তা, নিরাপদ এবং সর্বোত্তম প্রতিরক্ষামূলক খাদ্য। এটি শিশুদের মস্তিষ্কের বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য কারণ এতে ল্যাকটোজ এবং গ্যালাকটোজের উচ্চ শতাংশ রয়েছে যা গ্যালাক্টোসেরেব্রোসাইডের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।এটি ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে যা হাড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বুকের দুধে অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে যা নিউরোট্রান্সমিটার হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন মোট দুধের পরিমাণ ৬০০ থেকে ৭০০ মিলি। যা শিশুর জন্য যথেষ্ট। স্তন দুধ সহজে হজম হয়। স্তনের দুধে লিপেজ এনজাইম চর্বি হজমে সাহায্য করে এবং বিনামূল্যে ফ্যাটি অ্যাসিড প্রদান করে।বুকের দুধের বিভিন্ন গঠন হল কোলস্ট্রাম যা প্রসবের পর প্রথম তিন দিনের মধ্যে নিসৃত হয়। এটি ঘন হলুদ এবং অল্প পরিমাণে চর্বি, অ্যান্টিবডি, প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিন থাকে। নিয়মিত বুকের দুধ খাওয়ানো শেষ।

নিয়মিত এবং ঘন ঘন এবং চাহিদা অনুযায়ী খাওয়ানোও নবজাতকের অসুস্থতা এবং মৃত্যুহার হ্রাসের . বুকের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে পরিসংখ্যান ....

ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেলথ সার্ভে ৪ অনুসারে .. যা ২১ জানুয়ারী ২০২১ সালে প্রকাশিত হয়েছে .... ৩ বছরের কম বয়সী ৪১.৬ু শিশু জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে, যেখানে ৬ মাস বয়সের ৫৪.৯ু শিশুকে বিশেষভাবে বুকের দুধ খাওয়ানো হয়েছে

ভারতে বুকের দুধ খাওয়ানো অপ্রতুল, কারণ মাত্র ৫৫ু শিশু ০ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত বিশেষভাবে বুকের দুধ পান করে এবং ৪১ু জন্মের এক ঘন্টার মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো শুরু করতে পারে যা জীবনের সুবর্ণ সময় হিসাবে পরিচিত।

বুকের দুধ খাওয়ানো এবং কোভিড পজিটিভ মা ..... ডব্লিউএইচও এর নিয়ম অনুসারে যে কোভিড আক্রান্ত মায়েরা ভাইরাস বহন করার সন্দেহে তাদের বাচ্চাদের বুকের দুধ খাওয়ানো বেছে নিতে পারে যদি তারা ডাবল মাস্ক, সঠিক হাতের স্বাস্থ্যবিধি ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রতিটি নিরাপত্তা প্রোটোকল অনুসরণ করে। আজ অবধি পাওয়া যায় যে বুকের দুধের মাধ্যমে কোভিড সংক্রমণের ঝুঁকি খুবই কম। স্তন্যদানকারী মায়েরা এবং কোভিড ভ্যাকসিন ..... স্তন্যদানকারী মানুষ কোভিড টিকা পেতে পারে। বুকের দুধ খাওয়ানো মা যারা কোভিড ভ্যাকসিন পেয়েছেন তাদের বুকের দুধে অ্যান্টিবডি আছে যা তাদের বাচ্চাদের সুরক্ষায় সাহায্য করতে পারে। বুকের দুধ খাওয়ানো একটি প্রাকৃতিক স্বাস্থ্য পরিকল্পনা। এটা শিশুর অধিকার।

মাতৃ দুগ্ধ অমৃত সমান,মাতৃদুগ্ধের বিকল্প নেই। নবজাতকের পুষ্টি, বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যাবতীয় প্রয়োজন মায়ের দুধ থেকে পাওয়া যায়। তাই জন্মের পরে, যত দ্রুত সম্ভব নবজাতককে মায়ের দুধ পান করানো দরকার। শিশুর জন্মের পরে, প্রথম ঈষৎ হলুদ বর্ণের যে গাঢ় দুধ নিঃসৃত হয়, তাকে 'কলোস্ট্রাম' বলা হয়। 'কলোস্ট্রাম' নবজাতকের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। কারণ, এতে পুষ্টিগুণ ছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের 'ইমিউনোগ্লোবিউলিন' থাকে, যা নবজাতককে ভবিষ্যতে কয়েকটি রোগ থেকে মুক্ত রাখে। এ সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই স্তন্যপানে সচেতনতা আরও বাড়াতে অগস্টের প্রথম সপ্তাহটি 'বিশ্ব মাতৃদুগ্ধপান সপ্তাহ' হিসেবে পালিত হয়।মাতৃস্নেহ এবং মাতৃদুগ্ধ যে কোনও শিশুরই বেড়ে ওঠার পরিপূরক। মা এবং ছানা দুজনেই সুস্থ থাকে যদি স্তন্যপান করায় এবং করে। মাতৃদুগ্ধই বাচ্চার রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। ভেতর থেকে শক্তিশালী করে। অন্যদিকে স্তন্যপান করালেই কমে ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রনণতা। এছাড়াও প্রেগন্যান্সি পরবর্তী ওজন কমে যদি নিয়মিত স্তন্যপান করানো যায়। স্তন্যপান করালে স্তনের আকার বিকৃত হয় এরকম ধারণা মোটেই ঠিক নয়।ছ'মাস বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে কেবলমাত্র বুকের দুধেই খাওয়ানো দরকার। এমনকি, এ সময়ে জলের দরকার হয় না। ছ'মাসের পর থেকে পরিপূরক আহারের সঙ্গে সঙ্গে কমপক্ষে দু'বছর পর্যন্ত বুকের দুধ খাওয়ানো উচিত।

ভ্রান্ত ধারণা.........

বুকের দুধ পান করানো নিয়েও প্রচুর ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধ বিশ্বাস, চিরাচরিত প্রথা, কুসংস্কার সমাজে রয়ে গিয়েছে।স্তন্যদাত্রী মা'র পুষ্টি ঠিকমতো হলে যেমন প্রসবের পরে শরীরের ক্ষয়পূরণও হয়, তেমনই দুধ নিঃসরণেও কোনও সমস্যা হয় না। কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার বশে এখানেও কার্পণ্য করা হয়। ধারণাটি হল, মা অতিরিক্ত খাবার খেলে, মায়ের সঙ্গে সঙ্গে শিশুরও বদহজম হবে। কারণ, সে মায়ের দুধ খায়। তাই প্রসূতিকে কোনও আমিষ জাতীয় খাবার সচরাচর দেওয়া হত না।

মায়ের দুধের গুণ!

শিশুর জন্য তার মায়ের দুধ অমৃতের মতো। পৃথিবীর আলো দেখার পর প্রথম ৬ মাস মায়ের বুকের দুধই শিশুর জন্য সবথেকে ভালো। বুকের দুধ শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, শিশুর ঘ্রাণশক্তি বাড়ায় ও স্বাদ বিচারের ক্ষমতাও তৈরি করে। মায়ের খাদ্যাভ্যাসে রদবদলের সাথে সাথে বুকের দুধের স্বাদের পরিবর্তন ঘটে, তাই শিশু একটু একটু করে নানারকম স্বাদের সাথে পরিচিত হতে পারে। মায়ের সাথে শিশুর সম্পর্ক নিবিড় করে এই স্তন্যপান করানো। মায়ের দেহের সংস্পর্শে এসে, মায়ের আদর ও নিজের পুষ্টি দুইই গ্রহণ করে শিশু, আর নিজের পরম নির্ভরতার জায়গাটি খুঁজে পায়।

মায়ের দুধের যত গুণ!

১.শালদুধ : শিশু জন্মের কিছুক্ষণ পর মায়ের যে দুধ আসে তাকেই শালদুধ বলা হয়। এর পরিমাণ কম। কিন্তু শিশুর দেহে পুষ্টি ও নানা রোগ প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ওষুধ। তাই কোনও অবস্থাতেই এই দুধ বাদ দেওয়া উচিত নয়। শিশু জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই শাল দুধ শেষ হয় এবং স্বাভাবিক দুধ আসতে শুরু করে।

২.পুষ্টিগুণ : মায়ের দুধে প্রায় সব ধরনের ভিটামিনই থাকে। আর এই ভিটামিন খুব সহজেই শিশুর শরীর গ্রহণ করে নেয়। এ ছাড়াও মায়ের দুধে আছে শিশুর বিকাশে সবচেয়ে জরুরি উপাদান, প্রোটিন। বুকের দুধের ক্যালসিয়াম ও জিংক শিশুর মজবুত হাড় গঠন করতেও সাহায্য করে।

৩.রোগ প্রতিরোধ:মায়ের দুধে পর্যাপ্ত পরিমাণ অ্যান্টিবডি থাকে। যে কারণে যারা পর্যাপ্ত মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে তাদের শরীরের অ্যান্টিবডি শক্তি অন্যদের চেয়ে গড়ে ১০ শতাংশ বেশি হয়! এ ছাড়াও এর উপাদান কিডনির সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। স্নায়ুতন্ত্রের দ্রুত বিকাশ ঘটায় ও ক্যান্সার প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪.হজমশক্তি বৃদ্ধি :মায়ের দুধ শিশুর হজমশক্তি বৃদ্ধি করতে সহায়ক। শিশু এই খাবার খুব সহজেই হজম করতে পারে। মায়ের দুধে থাকা সব ধরনের ভিটামিন ও মিনারেল শিশুর দেহে সহজেই প্রবেশ করে। তা বাদে মায়ের দুধে মাত্র ১৬ শতাংশ ফ্যাট থাকে। নবজাতকের জন্য তাই এর বিকল্প কিছু হতেই পারে না।

মায়ের দুধের উপকারিতা, পুষ্টিগুণ ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে গর্ভকালীন অবস্থায় মা-সহ পরিবারের সকলকে সম্যক ভাবে বোঝানো দরকার। শিশু জন্মানো মাত্রই যেন বুকের দুধ দেওয়া হয় এবং যত দীর্ঘদিন সম্ভব তা পান করানো সম্ভব হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

(লেখক পরিচিতি : সৌমিত কুড়ি। সিএইচও, এনএইচএম.ত্রিপুরা। ভারতের প্রশিক্ষিত নার্সিং অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য।)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

লায়ন্স ক্লাব আগরতলার উদ্যোগে নতুন সদস্যদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে রবিবার। ছবি নিজস্ব।

বাঙালিকে দেশপ্রেমের জ্ঞান না দিতে মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষের

করিমগঞ্জ (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : বাঙালির শিরায় শিরায় দেশপ্রেমের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বাঙালিদের অবদান ইতিহাসের পাতায় শৌর্যগাঁথা হয়ে লিপিবদ্ধ আছে। বাঙালিদের নতুন করে আর দেশপ্রেম শেখাতে হবে না। মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা ইদানীংকালে দেশপ্রেম নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন। তবে দেশপ্রেমের বিষয়ে বাঙালিদের জ্ঞান না দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছেন বিধায়ক তথা প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বিতীয় শীর্ষ পদে আসীন হওয়ার জন্য দলীয় সদর কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে আজ রবিবার জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কমলাক্ষকে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সভায় বিধায়ক এই মন্তব্য করেছেন। করিমগঞ্জ জেলা সভাপতি সতু রায়ের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত এদিনের সংবর্ধনা সভায় কমলাক্ষ বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনে বিনয়, বাদল, দীনেশ, নেতাজি, বাঘা যতীন, ক্ষুদিরাম সহ অসংখ্য বীর বাঙালি সন্তান প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে ভারতমাতার বীর বাঙালি সন্তানদের আত্মত্যাগের কাহিনি স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে। তাই বাঙালিদের আর নতুন করে দেশপ্রেম শেখাতে হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে তাঁকে মনোনীত করায়, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা সহ কেন্দ্রীয় ও প্রদেশ স্তরের নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি। এদিনের সংবর্ধনা সভায় লায়লাপুর কাণ্ডে শহিদ পুলিশ কর্মীদের আত্মার সদগতি কামনা করে, তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতিও সমবেদনা জ্ঞাপন করেন কমলাক্ষ।

বিগত কয়েক মাস থেকে জেলা কংগ্রেসের অন্দরমহলে জেলা সভাপতি নির্বাচন সহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে নেতাদের মধ্যে পারস্পরিক মতবিরোধ তুঙ্গে ওঠেছে। এটা আঁচ করতে পেরে আজকের সংবর্ধনা সভায় বিধায়ক কমলাক্ষ বলেন, সামনে কঠিন লড়াই অপেক্ষা করছে। সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া এই লড়াইয়ে জয়লাভ সম্ভব নয়। দলের ভিতরেই যদি একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে থাকি, তা-হলে লড়াই করার মানসিকতা হারিয়ে যাবে। সামনেই পুরসভা নির্বাচন, তার পর পঞ্চায়েত এবং এর কিছুদিন পরই লোকসভা নির্বাচন রয়েছে। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি থাকলে লড়াই করা সম্ভব নয়। প্রতিপক্ষ এর ফায়দা নিতে কোনও কার্পণ্য করবে না। তাই দলের স্বার্থে সকল প্রকার মনোমালিন্য, মতবিরোধ ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

জেলা সভাপতি সতু রায় জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মানপত্র কমলাক্ষের উদ্দেশ্যে পাঠ করে তাঁর হাতে তুলে দেন। সভাপতির ভাষণে সতু রায় বলেন, ''কর্মই সাধনা'', এই মন্ত্রকে পাথেয় করেই কমলাক্ষ প্রদেশ কংগ্রেসের দ্বিতীয় শীর্ষ পদে আসীন হয়েছেন। নিজের পারদর্শিতা ও যোগ্যতার যোগ্য সম্মান পেয়েছেন তিনি। তাঁর এই অগ্রগমন দলীয় কর্মীদের সামনে এক আলোকিত পথের সংকেত বহন করবে বলেও বক্তব্যে উল্লেখ করেন সতু রায়। কমলাক্ষের এই সম্মান প্রাপ্তিতে করিমগঞ্জ জেলা সহ সমগ্র বরাক উপত্যকার কংগ্রেস কর্মীরা গর্ববোধ করছেন। প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক কমলাক্ষের এই সম্মান আগামী দিনে দলের কর্মী মহলে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে মনে করেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়।

প্রক্তন পুর কমিশনার সুলেখা দত্তচৌধুরী ও সহ-শিল্পীদের দ্বারা পরিবেশিত বন্দেমাতরম সংগীতের মাধ্যমে এদিনের সংবর্ধনা সভার সূচনা হয়। তার পর জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সভাপতি সতু রায়, কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ সহ অন্যান্যরা বিশাল মালা পরিয়ে কমলাক্ষকে সংবর্ধনা জানান। এর পর একে একে দলীয় জেলা পরিষদ সদস্য, পুর কমিশনার, মহিলা কংগ্রেস, সেবা দল, ব্লক কংগ্রেস, যুব কংগ্রেস, ইয়ং ব্রিগেড, ছাত্র সংগঠন এনএসইউআইয়ের পক্ষ থেকে মালা ও উত্তরীয় পরিয়ে প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এ উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন প্রাক্তন সাংসদ ললিতমোহন শুক্লবৈদ্য, প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি রজত চক্রবর্তী, জেলা কংগ্রেসের সহ-সভাপতি একে তাপাদার ও উত্তম মজুমদার, আইনজীবী জ্যোতির্ময় দাস, জেলা কংগ্রেসের প্রশাসনিক সাধারণ সম্পাদক সুব্রত দেব, শহর ব্লক কংগ্রেস সভাপতি তাপস পুরকায়স্থ, মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সংঘমিত্রা দাস প্রমুখ। উপস্থিত ছিলেন জেলা কংগ্রেসের মুখপাত্র শুভঙ্কর দাস, অখিল তালুকদার, আইনজীবী হুসেন আহমেদ, নবেন্দু শর্মা পুরকায়স্থ, পার্থসারথি দাস, প্রদীপ কুরি, সন্দীপ নন্দি, ভিকি কুরি, রাজেন চৌধুরী, রিনা চক্রবর্তী, জলিল আহমদ প্রমুখ। আজকের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেছেন জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ।

জল বাড়ছে হুহু করে, ফুলে উঠছে দামোদর, বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় তৎপর পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন

দুর্গাপুর, ১ আগস্ট (হি. স.) বিহার- ঝাড়খন্ডে প্রবল বৃষ্টির জের। প্রবল বৃষ্টিপাতে ফুলে উঠেছে দামোদর নদ। হু হু করে বাড়ছে দামোদর নদের জলরাশি। জলস্রোতে ভাসল দামোদর তীরবর্তী এলাকা। কাঁকসার সিলামপুর, মানাচর, বড়জোড়া মানাচর সোনাইচন্ডীপুর গ্রাম জলমগ্ন। জলের তলায় একরের পর একর চাষ জমি। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জোর তৎপরতা শুরু করল পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। প্লাবিত এলাকার লোকজনদের উদ্ধার করে ইতিমধ্যে আশপাশের স্কুলে রাখা হয়েছে। সতর্কতা জারি নদী তিরবর্তী এলাকায়। রাতদিন কড়া নজরদারি প্রশাসনের।

প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন দফায় দফায় বৃষ্টি শুরু হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। একইসঙ্গে নিম্নচাপের দরুন একপ্রকার প্রবল বৃষ্টিপাত হয়েছে বিহার ও ঝাড়খন্ডে। গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে একপ্রকার মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে এরাজ্যে বাঁকুড়া, দুই বর্ধমান সহ বেশ কিছু জেলায়। আর তাতেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। মাইথন পাঞ্চেত থেকে জল ছাড়ায় ফুলে উঠেছে অজয় ও দামোদর। হু হু করে জল বাড়তে শুরু করেছে দামোদরে। ফলে দামোদর তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হতে শুরু করেছে। জানা গেছে, শুক্রবার রাত্রে মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধারের ওপর গড় ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। মাইথন নিম্ন তীরবর্তী সর্বোচ্চ ১৫০-২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হয়েছে।ফলে জল বাড়ছে মাইথন পাঞ্চেত জলাধারে।

একরকমভাবে প্রবল বৃষ্টিপাতের জেরে জলরাশি বাড়ছে বিহারের তেনুঘাট জলাধারে। জানা গেছে, শনিবার তেনুঘাট থেকে ১লক্ষ ১৫ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে।যদিও তেনুঘাট ডিভিসির আওতায় নয়। কিন্তু ওই জলাধারের জল পাঞ্চেতে ঢোকে। তাতেই চাপ বাড়ছে পাঞ্চেত জলাধারের। ডিভিসি সুত্রে জানা গেছে, পাঞ্চেত জলাধারে ১ লক্ষ ৩০হাজার কিউসেক রেটে জল ঢুকছে। ৪২৫ ফুট পর্যন্ত জলধারন ক্ষমতা থাকলেও ৪৩৫ ফুট পর্যন্ত সর্বোচ্চ জল রাখা যাবে পাঞ্চেতে। রবিবার সকাল পর্যন্ত ৪৩১ ফুট জল হয়েছে। এদিন দুপুর পর্যন্ত ১ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে পাঞ্চেত থেকে। একই সঙ্গে মাইথন জলাধারে ৬০ হাজার কিউসেক রেটে জল ঢুকছে। ৪৮৭ ফুট জল রয়েছে জলাধার। ৪৯০ ফুট পর্যন্ত জলধারন করতে পারবে মাইথন জলাধারে। এদিন ১৪ হাজার কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে মাইথন থেকে। তারসঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওই দুই জলাধারের নিম্নে বেশ কিছু বেনিয়ন্ত্রিত নদী নালা রয়েছে। ওইসব নদীনালার জল দামোদরে মিশছে। সব মিলিয়ে দামোদর ফুলে উঠেছে। ইতিমধ্যে দামোদর উত্তর তীরবর্তি দুর্গাপুর লাগোয়া বাঁকুড়ার সোনাইচন্ডীপুর গ্রাম জলমগ্ন। প্রায় ৩৫ টি পরিবার পার্শবর্তী নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। একইসঙ্গে চাষেও ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। দামোদর চরে প্রায় ১০০ বিঘার ওপর কৃষিজমি রয়েছে। সারা বছরই বিভিন্ন রকম ফসলের চাষ হয়। আলু, পেঁয়াজ, মটর, ফুলকপি, বাঁধাকপি ছাড়াও বেগুন পটল, ভুট্টা চাষ হয়। মাসখানেক আগে বাদাম নষ্ট হয়েছে দামোদরের জল ঢুকে। আবারও দামোদরে জল ঢুকে ওইসব এলাকার ফসল জলের তলায়। বেগুন, ভুট্টা, পটল সহ একাধিক সব্জি জমি জলমগ্ন।

স্থানীয় চাষী হরেন্দ্রনাথ তালুকদার ও দুলাল মহালি বলেন,' বাদাম চাষ করেছিলাম। জলে বাদাম নষ্ট হয়েছে। এখন ভুট্টা, পটল বেগুন লাগিয়েছিলাম। সেসব জলের তলায়। পটল ভুট্টা গাছ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। চরম লোকসানের মুখে। এমনকি ঘরবাড়ীতে জল ঢুকে গেছে। আতঙ্কে রয়েছি।'

ডিভিসির (জল বিভাগ) চিপইঞ্জিনিয়ার সত্যব্রত ব্যানার্জী জানান,' তেনুঘাটে জল ছাড়ার দরুন জলরাশি বাড়ছে পাঞ্চেতে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১ লক্ষ কিউসেক পর্যন্ত জল ছাড়ার অনুমতি দিয়েছে। তেনুঘাট থেকে জল আরও বেশী ছাড়লে কিম্বা নতুন করে বৃষ্টিপাত হলে জলস্তর আরও বাড়বে। তখন জল ছাড়তে হতে পারে। সেবিষয় জানানো হয়েছে। গোটা পরিস্থিতির ওপর নজরদারি রাখা হয়েছে। প্রতিমুহুর্তে দুই জলাধারের সমস্ত তথ্য রাজ্য জল দফতর ও কেন্দ্রীয় জল কমিশনে পৌঁছে যাচ্ছে।'

অন্যদিকে, মাইথন ও পাঞ্চেত জলাধার থেকে জল ছাড়ার ফলে দামোদরে জল বাড়তে শুরু করেছে। দামোদর নদের ওপর দুর্গাপুর ব্যারেজে জলস্তর বাড়তে শুরু করেছে। রাজ্য সেচ দফতর সুত্রে জানা গেছে, এদিন বিকাল পর্যন্ত দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকে। রবিবার সকাল ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ৫৭৫ কিউসেক জল ছাড়া হয়েছে। একইসঙ্গে চলছে দামোদর নিম্নতীরবর্তি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। কাঁকসার সিলামপুর নদীপাড় ও লাগোয়া মানাচরে প্লাবিত হয়েছে। কসবা মানাচর এলাকা প্লাবিত হয়েছে। বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম তৎপরতা শুরু করেছে পশ্চিম বর্ধমান জেলা প্রশাসন। যদিও বড়সড় দুর্ঘটনা এড়াতে প্লাবিত এলাকার গ্রামবাসীদের আগাম উদ্ধার করে পার্শবর্তী স্কুলে রাখার ব্যাবস্থা করেছিল প্রশাসন। দুর্গাপুরের অন্ডাল, কাঁকসা বেশকিছু বাড়ী প্লাবিত হয়েছে।

দুর্গাপুর মহকুমাশাসক শেখর চৌধুরী জানান,' পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রশাসন তৈরী। বিপর্যয় মোকাবিল দল রাখা হয়েছে দুর্গত এলাকায়। নদী তীরবর্তি গ্রামে সতর্ক করা হয়েছে। চলছে নজরদারি।'

মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুর কাণ্ডের তদন্তে এনআইএ, দাবি সূত্রের

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : কাছাড়ের অসম-মিজোরাম সীমান্ত লায়লাপুরে রক্তক্ষয়ী আক্রমণজনিত ঘটনার তদন্তভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-র হাতে যাচ্ছে। গুয়াহাটিতে অবস্থিত এনআইএ-র এক বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার গুয়াহাটি দফতরের ডিএসপি পদমর্যাদার শীর্ষ জনৈক আধিকারিক আজ রবিবার বিকেলে জানিয়েছেন, অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী লায়লাপুরের ঘটনা নিয়ে এনআইএ পুরো ওয়াকিবহাল। তীক্ষ্ণ নজর রেখে চলেছে এনআইএ। গত সোমবার (২৬ জুলাই) অসম-মিজোরাম সীমান্তের লায়লাপুরে সংগঠিত ঘটনায় অসম পুলিশের ছয় জওয়ান শহিদ হওয়ায় তিনি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে বলেন, এ ধরনের বর্বরোচিত ঘটনা আশা করা যায় না। এনআইএ-র এই শীর্ষ আধিকারিক জানান, অসম সরকার চাইলেই লায়লাপুরে সংগঠিত ঘটনার তদন্তভার এনআইএ-র হাতে সমঝে দিতে পারে। তাঁরাও প্রস্তুত তদন্ত করতে। তবে বিশেষ করে, লায়লাপুরের ঘটনায় কোনও উগ্রপন্থী সংগঠন কিংবা বিদেশি হাত রয়েছে কিনা, অথবা ঘটনার পেছনে ড্রাগস মাফিয়ারা জড়িত কিনা, এ ব্যাপারে তদন্ত করতে অসম সরকার তদন্তের ভার জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার ওপর ন্যস্ত করতে পারে প্রবল সম্ভাবনার কথা জানিয়েছেন শীর্ষ এনআইএ কর্তা।

পশ্চিম মেদিনীপুরে জলের তোড়ে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তৃণমূল কার্যালয়

মেদিনীপুর, ১ আগস্ট (হি.স.): টানা বৃষ্টির জেরে পশ্চিম মেদিনীপুরে জলের তোরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তৃণমূল কার্যালয়। রবিবার ঘটনাটি জেলার বিশ্রীপাটে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। মোবাইল ক্যামেরাবন্দি এই ঘটনা ছড়িয়ে পরেছে সামাজিক মাধ্যমে।

একে তো সক্রিয় মৌসুমী বায়ু। তার উপর আবার ছিল নিম্নচাপের প্রভাব। জোড়া ফলায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল কলকাতা-সহ গোটা রাজ্যে। জলমগ্ন হয়ে পড়েছে প্রায় সর্বত্র। সেই ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি পশ্চিম মেদিনীপুর। রবিবার সকালে তারই বিপজ্জনক রূপের দেখা মিলল। এদিন বিশ্রীপাট এলাকার তৃণমূল কার্যালয়ে ফাটল দেখা যায়। বিপদের আশঙ্কায় তড়িঘড়ি তৃণমূল কার্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে যান স্থানীয় কর্মী-সমর্থকরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটল বিপর্যয়। জলের তোড়ে চোখের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তৃণমূল কার্যালয়। ঘটনাটি ক্যামেরাবন্দি করেন অনেকেই। তবে কেউ কেউ যেন তা বিশ্বাসই করতে পারেননি প্রথমে। এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। স্থানীয়দের অনেকেই বলছেন, "ঠিক যেন সিনেমার মতো ভেঙে পড়ল। বিশ্বাসই করতে পারছি না। ভাগ্যিস কেউ ছিল না। নইলে বড় বিপদ হয়ে যেত।" দলীয় কার্যালয় ভেঙে পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই বিমর্ষ তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা।

বালি ও পাথর পাচারের অভিযোগে শিলিগুড়িতে গ্রেফতার ৪

ফাঁসিদেওয়া, ১ আগস্ট (হি.স.): পুলিশি অভিযানে ডাম্পার সহ গ্রেফতার চার ব্যক্তি। রবিবার ফাঁসিদেওয়ার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ অভিযান চালিয়ে নদী থেকে অবৈধভাবে বেড মিশলি পাচারের আগে একটি ডাম্পার আটক করল। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, গোপন খবরের ভিত্তিতে রবিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরে মাঞ্ঝা নদী সংলগ্ন ফৌদিজোতের চতুর্ভুজ মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেড মিশালি বোঝাই ডাম্পারটি আটক করেছে।

অজন্তাকে শো-কজ করতেই পাশে কুণাল

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : অনিল-কন্যা অজন্তা বিশ্বাসের হয়ে এবার ময়দানে নামলেন কুণাল ঘোষ। তৃণমূল মুখপত্রে উত্তর সম্পাদকীয় লিখে সিপিএম রাজ্য নেতৃত্বের রোষানলে পড়েন প্রয়াত অনিল বিশ্বাসের মেয়ে অজন্তা। তাঁকে শোকজ করার পাশাপাশি, শনিবারকলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার প্রকাশ্যে নিন্দা করেছেন। এর জবাবে রবিবার সকালে টুইট করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল লেখেন, ''যারা প্রয়াত অনিল বিশ্বাসকে টেনে অজন্তাকে কুতসিত আক্রমণ করছে, তারা মনে রাখুক একাধিক সিপিএম ও বাম নেতা একাধিক কারণে তৃণমূলনেত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত অনুরোধও নেত্রী রক্ষা করেছেন। সেগুলো লেখা রুচি বিরুদ্ধ। কিন্তু বাধ্য করবেন না।"

প্রসঙ্গত, সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য কল্লোল বলেছিলেন, """দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করা ও বামপন্থী মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি করা তো দলীয় কর্মীর কাজ নয়। আমাদের দলে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। কারও বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে, তাঁকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়ার পরেই তার বিচার করে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ করা হয়। সেই পদক্ষেপ আমরা ইতিমধ্যে করেছি।""" তারপরেই কুণালের এমন টুইট যেন জবাব আলিমুদ্দিন স্ট্রিটকেই।

কুণালের এমন টুইট আক্রমণকে বিশেষ আমল দিতে চাননি সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, """অপ্রয়োজনীয় কোনও জিনিসের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।"""

প্রসঙ্গত, গত বুধবার তৃণমূলের মুখপত্রে অজন্তার ''বঙ্গ রাজনীতিতে নারীশক্তি'' শীর্ষক বিশেষ নিবন্ধের প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়।

পান্ডবেশ্বরে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার ১

দুর্গাপুর, ১ আগস্ট (হি. স.) নাকা চেকিং চালানোর সময় পুলিশি অভিযানে ধরা পড়ল অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক দুস্কৃতী। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, পান্ডবেশ্বর খোট্টারডিহি এলাকায়।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম সুনীল পাশওয়ান। পান্ডবেশ্বর রামনগর এলাকার বাসিন্দা সে। তার কাছ থেকে একটি কার্বাইন ও কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় জানা গেছে, শনিবার রাত্রে রুটিন অভিযান চালানোর সময় ওই যুবককে সন্দেহজনক হয় পুলিশের। তারপরই পুলিশ তার কাছে তল্লাশী শুরু করে। তখন তার কাছ থেকে কারবাইন ও কার্তুজ উদ্ধার হয় জানা গেছে, ধৃত সুনীল এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমুলক কাজকর্মে জড়িত।

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে শুরু হল পণ্যবাহী রেল চলাচল

হলদিবাড়ি, ১ আগস্ট (হি.স.): সাড়ে পাঁচ দশকেরও বেশি সময় পর ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে চালু হল নতুন রেলপথ। গত বছর উদ্বোধনের পর, রবিবার থেকে শুরু হল ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পণ্যবাহী রেল চলাচল। কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি থেকে বাংলাদেশের চিলাহাটি পর্যন্ত ওই রেলপথ। রবিবার সেই রেলপথেই সীমান্ত পেরিয়ে মালগাড়ি ঢুকল বাংলাদেশে।

অনেক আগেই এই রেলপথ চালু হওয়ার কথা থাকলেও করোনার কারণে তা থমকে ছিল। অবশেষে আগস্টের ১ তারিখ থেকে ট্রেনের চাকা গড়াল হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ পণ্যবাহী ট্রেনটি বাংলাদেশে যাওয়ার কথা থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি নানা সমস্যার কারণে। এর পর ট্রেনটি বিকেল ৪টে ৩৬ মিনিট নাগাদ হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে ছেড়ে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেয়। ট্রেনটি দেখতে রেললাইনের দু'ধারেই অপেক্ষা করছিলেন সাধারণ মানুষ। এদিন হলদিবাড়ি স্টেশন থেকে পাথরবোঝাই ৪০টি বগি বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা দেয়। বিকেলে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢোকে ওই ট্রেন। দুই দেশের মধ্যে রেল যোগাযোগ শুরু হওয়ায় খুশি দুই পারের বাসিন্দারাই। রবিবার কড়া নিরাপত্তার আয়োজন ছিল এই ট্রেন চলাচল ঘিরে। শিলিগুড়ির রাধাবাড়ি সেক্টরের ৬৫ নম্বর ব্যাটালিয়ানের দায়িত্বে রয়েছে হলদিবাড়ি-চিলাহাটি লিঙ্ক গেটের নিরাপত্তা।

১৯৬৫ সালে হলদিবাড়ি-চিলাহাটির এই রেলপথ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ৫৬ বছর পর, ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে পুনরায় এই পথে রেল যোগাযোগের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই রেল পথের উদ্বোধন করেছিলেন। সেবার রেলপথের সূচনা হলেও করোনার কোপে পরিষেবা শুরু হয়েও বন্ধ হয়ে যায়। রবিবার ফের এই পথ ধরে ছুটল পণ্যবাহী রেল।

'হাত' ছেড়ে 'পদ্ম' শিবিরে যোগদান সদ্যপ্রাক্তন বিধায়ক সুশান্ত সহ বেশ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা-নেত্রীর

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : কোনওদিন ভাবেননি, ৩০ বছর পর কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। আগাপাশতলা ভেবে আজ 'পদ্ম' শিবিরে ভিড়ে গেরুয়া বসন পরেছেন বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা তথা সদ্যপ্রাক্তন থাওড়ার বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই। কেবল সুশান্ত বরগোহাঁই-ই নয়, আজ রবিবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সদ্যপ্রাক্তন সাধারণ সম্পাদিকা বর্ণালি শইকিয়া বরা, সম্পাদক অমিত আগরওয়ালা, সম্পাদিকা জুবিলি পোদ্দার বৈশ্য, মিডিয়া প্যানালিস্ট মৃগাঙ্কজ্যোতি বরুয়া সহ তাঁদের সঙ্গে বহুজন। প্রদেশ সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, প্রদেশ মুখ্য মুখপাত্র রূপম গোস্বামী, মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্রদেশ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে প্রাথমিক সদস্য করেছেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা।

হেঙেরাবাড়িতে বিজেপির প্রদেশ সদর দফতরে 'যোগদান' অনুষ্ঠানে সভাপতি ভবেশ কলিতা নবাগতদের দলীয় উত্তরীয়, টুপি এবং গামোছা পরিয়ে বরণ করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রদেশ সভাপতি কলিতা বলেন, বিজেপির নীতি, আদর্শ এবং রাষ্ট্র নির্মাণের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আজ থাওড়ার সদ্যপ্রাক্তন বিধায়ক সুশান্ত বরগোহাঁই, বর্ণালি শইকিয়া বরা, অমিত আগরওয়ালা, জুবিলি পোদ্দার বৈশ্য, মৃগাঙ্কজ্যোতি বরুয়াদের মতো সিনিয়র নেতা কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং রাজ্যে ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি জোট সরকারের সর্বাঙ্গীন রাষ্ট্র তথা সমাজ নির্মাণের যাত্রায় অংশীদার হতে ইচ্ছুক নবাগতদের বিজেপি আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছে। দলীয় নীতি ও আদর্শের ব্যাখ্যা করে নবাগতরা ভবিষ্যতে দলীয় অনুশাসনের মধ্যে জনতা তথা সমাজের স্বার্থে সেবা-মনোভাবে নিজেদের উৎসর্গ করবেন বলে আশা ব্যক্ত করেছেন প্রদেশ সভাপতি ভবেশ।

এদিকে বিজেপিতে যোগদান করে প্রদত্ত বক্তব্যে সুশান্ত বরগোহাঁই বলেন, 'কোনও দিন স্বপ্নেও ভাবিনি, ৩০ বছর পর আমাকে কংগ্রেস ছাড়তে হবে। কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, তাই ছেড়ে আসা দলের অভ্যন্তরীণ কোনও বিষয় নিয়ে আজ কোনও কথা বলব না। তবে চাই, কংগ্রেস সমহিমায় এগিয়ে যাক।' কংগ্রেস এবং এআইইউডিএফ-এর মধ্যে মিত্রতাকে রাজ্যের মানুষ ভালো মনে গ্রহণ করেননি তা তাঁরা বুঝিয়ে দিয়েছেন।

অস্ত্রহাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি দিতেই গ্রেফতার যুবক

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): কিছুদিন আগেই কলকাতা পুলিশের পোশাক পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় নাচের ভিডিও পোস্ট করার অভিযোগ উঠেছিল এক তরুণীর বিরুদ্ধে। পুলিশের পর এবার অস্ত্রহাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে ছবি অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ও যুবককে গ্রেফতার মানিকতলা থানার পুলিশের। ঘটনায় রবিবার আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়।

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যত বেশি মানুষ ততই যেনও তার ফ্যান ফলোয়ার্স বেশি। বর্তমানে নিউ ট্রেন্ড সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে দেওয়া। ইয়াং জেনারেশনের কাছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও, ছবি পোস্ট যেনও একটা আকর্ষণীয় বিষয় দাঁড়িয়েছে। আর সেই ছবি পোস্টই হলো কাল। দুহাতে অস্ত্র নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এক যুবক ছবি দিতেই তা নজরে আসে পুলিশের। মানিকতলা পুলিশ দেখতে পায় একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে অস্ত্র নিয়ে ছবি। এর পরেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। রবিবার আদালতে তোলা হবে অভিযুক্তকে।

পুলিশের সূত্রে খবর, যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে ছবি মিলেছে সেই গ্রুপ খুলে অস্ত্র কেনাবেচা করছিল দুষ্কৃতীরা। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পোশাক ও হাতঘড়ি দেখে এক দুষ্কৃতীকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। অভিযুক্তর কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র। এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

খাওয়ার পর যে কাজগুলো ভুলেও করবেন না, জেনেনিন সবিস্তারে

খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তনের কারণে প্রতি বছর প্রায় এক কোটি ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু ঠেকানো সম্ভব। অপরদিকে অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে হার্ট অ্যাটাক, স্ট্রোক এবং কয়েক ধরনের ক্যানসারে উন্নত দেশের মানুষের মৃত্যুর সবচেয়ে বড় কারণ। তবে সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে সেই হার অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা আশাবাদী।

সুস্থ সুন্দর জীবনযাপনের জন্য নিয়মিত একটি সুস্থ খাদ্যাভ্যাস মেনে চলার কোনও বিকল্প নেই। তা না হলে শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তবে নিয়ম না মেনে খেলে কিংবা ভুল খাদ্যাভ্যাস মেনে চললে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। খাবার গ্রহণের পর এমন কিছু কাজ রয়েছে যা একদমই করা উচিত নয়।

একটু ঘুমিয়ে নেয়া অনেকেরই দুপুরের খাবার খাওয়ার পর একটু ঘুমানোর অভ্যাস আছে। খাওয়ার পরপর ঘুমালে ওজন সহজেই বাড়ে। এটি হজমেও সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই খাওয়া শেষ করেই না ঘুমিয়ে অন্তত ঘণ্টাখানেক পর ঘুমান।

ফল খাওয়া

খাবার পর ফল খাওয়ার অভ্যাস রয়েছে অনেকেরই। ভরা পেটে ফল খাওয়া একদমই উচিত নয়। কারণ, খালি পেটে ফল খেলে তবেই তার খাদ্যগুণ আমাদের দেহে শোষিত হয়। তাই খাওয়ার পর অন্তত আধাঘণ্টা পর ফল খাওয়া উচিত।

কোমরের বেল্ট হালকা করা

শুনতে হাস্যকর মনে হলেও অনেক ভোজন রসিকই খাবার গ্রহণের সুবিধার্থে কোমরের বেল্ট হালকা করে নেন। এটি খারাপ অভ্যাস। কখনোই পেট ভরে খাওয়া উচিত নয় যাতে কোমরের বেল্ট হালকা করতে না হয়।

ধূমপান করা

খাবার শেষ করেই ধূমপান করেন অনেকে। এমনিই ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর, ভরা পেটে তা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হয়। ভরা পেটে ধূমপান করলে ফুসফুসে খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

জল পান করা অবশ্যই জল পান করা শরীরের জন্য বেশ উপকারী। কিন্তু খাওয়া শেষ করেই জল পান করবেন না। এতে হজম সহায়ক গ্যাস্ট্রিক রস হালকা হয়ে যায়। ফলে খাবার সহজে হজম হতে চায় না। এই অভ্যাসের কারণে গ্যাসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া খাবার শেষ করেই চা বা কফি পান করা উচিত নয়। আপনি কী ওপরের কাজগুলোর কোনোটা করে থাকেন? আজই তবে অভ্যাস বদলে ফেলুন আর সুস্থ থাকুন।

টিকাকরণ হতেই বাড়ছে ঘনিষ্ঠতা

কোভ্যাক্সিন, কোভিশিল্ড, স্পুটনিক থেকে ফাইজার। করোনা মোকাবিলায় একাধিক টিকা বেরিয়ে গিয়েছে। সারা বিশ্বের বহু মানুষ ভ্যাকসিনের ডোজ পেয়ে গিয়েছেন। আর তাতেই একটু একটু স্বাভাবিক যৌনজীবনের দিকে ফেরার সাহস পাচ্ছেন। ফলে হু হু করে বাড়ছে কন্ডোমের বিক্রি। একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষায় প্রকাশ্যে এসেছে এমনই তথ্য।

যে বেসরকারি সংস্থার পক্ষ থেকে এই সমীক্ষা করা হয়েছে তার গবেষকরা জানাচ্ছেন, শুধু কন্ডোম নয় সেক্স টয়ের বিক্রিও কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। গত বছরের গিয়েছে। ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চিনের অ্যাডাল্ট প্রোডাক্ট বিক্রির হার সবচেয়ে বেশি। কেন এমনটা হয়েছে? গবেষকরা মনে করছেন, কোভিড ১৯ (কোভিড১৯) ভাইরাসের ভয়ে অনেকেই বাড়ির বাইরে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হচ্ছিলেন না। যার জেরে কন্ডোমের বিক্রি অনেকটাই কমে গিয়েছিল। লকডাউন শিথিল হওয়ার পরও অনেকে মারণ ভাইরাসের ভয়ে সঙ্গম এড়িয়ে চলছিলেন। তাই তখনও তেমন কোনও সুরাহা হয়নি। তবে সাধারণ মানুষের ভ্যাকসিনের পালা শুরু হওয়ার পরই অনেকের মনে সাহস

তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হারে কন্ডোম ও সেক্স টয় কিনছেন মানুষ। বেশিরভাগই অনলাইন ডেলিভারির মাধ্যমে। আর ভ্যাকসিন শুরু হওয়ার কারণেই এমনটা হচ্ছে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

গত বছরের শেষের দিক থেকে কন্ডোম ও সেক্স টয়ের বিক্রি বাড়তে শুরু করেছিল বলেই জানা সঞ্চিত হতে থাকে। যার ফলে তাঁরা স্বাভাবিক যৌনজীবনের দিকে আবারও পা বাড়াতে শুরু করেন। ফলে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে থাকে কন্ডোম বিক্রির সংখ্যা। আবার অনেক জায়গায় আমদানি-রপ্তানির নিয়ম শিথিল হওয়াতে সেক্স টয় বিক্রির হারও বেড়েছে। আর তাই ক্রেতাদের কল্যাণেই কন্ডোম এবং সেক্স টয় বিক্রির হাল ফিরেছে।

গেমপ্রেমীদের জন্য সুখবর, নাম বদলে ফের ভারতে আসতে চলেছে

ভারতে জনপ্রিয় ব্যান হওয়ার পর থেকে গেমপ্রেমীদের মনে একটাই প্রশ্ন, কবে ফিরবে গেমটি। অবশেষে মিলল উত্তর। অনুমান, শীঘ্রই নাম বদলে ফের ভারতে আসতে চলছে পাবজি। দিনকয়েক আগেই ইউটিউবে একটি ট্রেলর প্রকাশ করেছিল পাবজি মোবাইল ইন্ডিয়া। সঙ্গে সঙ্গে ডিলিটও করে দেওয়া হয় সেটি। পরবর্তীতে প্রকাশ্যে এসেছে একটি পোস্টার। তা থেকে অনুমান করা হচ্ছে ব্যাটলগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়া নামে ভারতে আবার রি-লঞ্চ হতে পারে পাবজি। -এর তরফে জানানো হয়েছে, ব্যাটলগ্রাউন্ড মোবাইল ইন্ডিয়ার কথা। নির্মাতা দক্ষিণ কোরীয় সংস্থা ক্র্যাফটনের তরফে ইতিমধ্যেই ডোমেন রেজিস্টার করা হয়েছে। যদিও সত্যিই পাবজি ফিরছে কি না, ফিরলেও তা কবে, সে বিষয়ে এখনও সরকার ও সংস্থার তরফে কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি।

অল্পদিনেই ভারতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ২০২০ গালওয়ানে চিনের লালফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল ভারতীয় সেনার। অতর্কিত হামলায় প্রাণ গিয়েছিল বেশ কয়েকজন ভারতীয়র। এরফলে চিন ও ভারতের সম্পর্কের অবনতি হয়। সেই ঘটনার জেরে বেশ কিছু চিনা অ্যাপ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার। সেই তালিকায় নাম ছিল পাবজির। নিষিদ্ধ হওয়ার পরও একাধিকবার কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল, ভারতে ফিরতে পারে ঞ্চডঙ্কও। কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা ফলপ্রসূ হয়নি। তবে জনপ্রিয় গেমটি ফেরার অপেক্ষায় নেটিজেনরা।

দেরিতে বাবা হওয়ার ঝুঁকি

বাবা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করার কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়তে পারেন স্ত্রী ও সন্তান।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে গিয়ে সংসার শুরু করতে একটু দেরিই হয়ে যায় পুরুষের। তারই সুত্র ধরে পরিবার শুরু করার পরিকল্পনাও পিছিয়ে যায়। বিষয়টি নিয়ে নারীরা যতটা চিন্তিত, পুরুষ যেন ততটাই উদাসীন।

গবেষকরা বলছেন, "নারীর মতো পুরুষেরও আছে জৈবিক ঘড়ি বা 'বায়োলজিকাল ক্লক' যা নিয়ত গতিশীল। তাই পুরুষ যদি সময়ের কাজ সময়ে না করে তবে তার ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানের উপর।"

একটি দম্পতির সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা এবং সন্তানের স্বাস্থ্য ইত্যাদির ওপর ওই দম্পতির বয়স কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা নিয়ে ৪০ বছর ধরে গবেষণা চালিয়েছেন গবেষকরা।

গবেষকদের মতে, "যারা সংসার শুরু করতে এর মধ্যেই দেরি করে ফেলেছেন তাদের উচিত হবে বয়স ৩৫ বছর পার হওয়ার আগেই সন্তান নিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করা।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগার'স ইউনিভার্সিটির রবার্ট উড জনসন মেডিকেল স্কুল'য়ের উইমেন'স হেল ইনস্টিটিউটের পরিচালক গ্লোরিয়া বাকমান বলেন, "বয়স ৩৫ পেরোলে নারীর শরীরে যেসব পরিবর্তন আসে তার কারণে গর্ভধারণ ও গর্ভের সন্তানের স্বাস্থ্য হুমকির মুখে পড়ে, এই বিষয়টা সম্পর্কে প্রায় সবাই জানেন। তবে পুরুষের বয়সও যে একই ধরনের ঝুঁকি বয়ে আনতে পার সে বিষয়ে অধিকাংশ পুরুষেরই জানা নেই।"

'ম্যাচুরিটাস' নামক জার্নালে প্রকাশিত এই গবেষণায় জানা যায়, বয়স ৪৫ পেরোলে পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা কমতে শুরু করে। পাশাপাশি এই পুরুষের কারণেই তার সঙ্গীর গর্ভবস্থাজনীত বিভিন্ন জটিলতা যেমন 'জেস্টেশনার ডায়াবেটিস', 'প্রি-এক্লামসিয়া', 'প্রি-টার্ম বার্থ' ইত্যাদির ঝুঁকি বাড়ে। বাবার বয়স বেশি হলে তার নবাগত সন্তান সঠিক সময়ের আগেই ভুমিষ্ঠ হওয়া, প্রসবের সময় মারা যাওয়া, অস্বাস্থ্যকর ওজন নিয়ে জন্মানো, জন্মগতো বিকলাঙ্গতা ইত্যাদির ঝুঁকি বেশি থাকে। বেঁচে থাকলে এই শিশুদের মাঝেই অল্প বয়সে ক্যান্সার, মানসিক অসুস্থতা, প্রতিবন্ধী হয়ে বেড়ে ওঠা ইত্যাদি বেশি দেখা যায়।

বাকমান মনে করেন, এই দুর্ঘটনাগুলো অধিকাংশের পেছনে দায়ী জৈবিকভাবে 'টেস্টোস্টেরন'য়ের সরবরাহের অভাব যা বয়স বাড়ার সঙ্গে কমতে থাকে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আছে শুক্রাণু ও বীর্যের নিম্নমান।

তিনি বলেন, "বয়সের সঙ্গে মানুষের পেশি যেমন দুর্বল হয়, কমতে থাকে স্থিতিস্থাপকতা, ঠিক তেমনি পুরুষের শুক্রাণুও বয়সের সঙ্গে তার শক্তি হারায়।"

গবেষণায় আরও দেখা যায়, স্ত্রীর বয়স ২৫ বছরের কম হলেও মধ্যবয়সী পুরুষ প্রজনন ক্ষমতা নিয়েও বিপাকে পড়ে থাকেন।

বাকমান বলেন, "নারীরা বরাবরই তাদের প্রজনন ক্ষমতা নিয়ে পুরুষের তুলনায় বেশি জ্ঞান রাখে। পুরুষ বিপদে না পড়া পর্যন্ত যৌন কিংবা প্রজনন ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে চিকিৎসকের কাছে যান না। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই জরুরি। আর চিকিৎসকদেরও উচিত ৩৫ পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনই সন্তান নেননি এমন পুরুষদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া।"

নারীর চোখে পুরুষের সৌন্দর্য চর্চা

দাড়ি কাটা আর চুল আঁচড়ানো ছাড়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাও দরকার।

বেশিরভাগ পুরুষই সৌন্দর্য চর্চায় তেমন কোনো মনোযোগ দেয় না। খুব বেশি হলে মুখ সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা, দাড়ি কাটা আর ঘর থেকে বের হওয়ার আগে কেউ কেউ চুলে ক্রিম বা জেল ব্যবহার করেন। তারপরেও কিছু ব্যাপার থাকে যা হয়ত খেয়াল করা হয় না।

আর এই বিষয় নিয়েই একটি লাইফস্টাইলবিষয়ক ওয়েবসাইট অনলাইন জরিপ চালায়। তারা নারীদের কাছে প্রশ্ন রাখেন স্বামী, বাবা, বন্ধু বা ছেলে সন্তানের কাছে সৌন্দর্যের বিষয়ে দৈনিক কী কী বিষয় আশা করেন তারা?

অবাক করার মতো না হলেও বেশিরভাগ নারীই ছেলেদের ত্বকের যত্ন ও পরিচর্যার ক্ষেত্রে যত্নবান হওয়ার কথা বলেছেন।

জরিপের ভিত্তিতেই পুরুষের সৌন্দর্য চর্চার বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়।

নাক ও কানের বাড়তি চুল কাটা

অনেকেরই নাক ও কানের চুল বড় হয়ে বাইরে বেরিয়ে থাকে, যা বেশ অস্বস্তিকর। পাশাপাশি এতে ব্যক্তিত্ব যেমন নষ্ট হয় তেমনি কারও সঙ্গে কথা বলার সময় পড়তে পারেন বিব্রতকর অবস্থায়। তাই নাক ও কানের বাড়তি চুলগুলো কেটে ফেলা উচিত। নিয়মিত কান পরিষ্কার করার অভ্যাস গড়ে তোলাও জরুরি।

যেসব পুরুষের চোখের ভ্রু অনেক ঘন এবং ছোট-বড় চুল গজায় তাদের ভ্রু ছোট করার প্রতি খেয়াল রাখা দরকার। ভ্রু ঘন হলে চেহায়ার একটা রাগিভাব আসতে পারে, যা আপনার প্রতি অন্যদের ভুল ধারণার জন্ম দিতে পারে। এজন্য চুল কাটার সময় ভ্রু ছোট করে ছেটে নিতে পারেন।

এক্সফলিয়েট

ছেলেদের মুখ পরিষ্কার রাখার জন্য তেমন একটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে ধুলাময়লা আর মরা চামড়ার জমে ত্বক দেখতে মলিন লাগতে পারে। তাই মুখ পরিষ্কারের ক্ষেত্রে অনন্ত ভালোমানে ফেইসওয়াশ ব্যবহার করার পাশাপাশি টুকটাক ত্বকচর্চা করা যেতেই পারে। এতে দেখতেও সতেজ লাগবে।

নিয়মিত ময়েশ্চারাইজার ও সানস্ক্রিন ব্যবহার করা

সুরক্ষার জন্য ত্বকের ধরন অনুযায়ী এসপিএফ যুক্ত সানস্ক্রিন ও ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করে সহজেই ত্বক আর্দ রাখা যায়।

চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা

জরিপে অংশ নেওয়া এক নারী মন্তব্য করেন, "তারা (ছেলেরা) বোঝে না এটা কত দরকারি। যখন বোঝে তখন মেয়েদেরটা ব্যবহার করে। যেমন আমার স্বামী।"

আসলে ধুলাবালি ও রোদ বা বয়সের কারণে চোখের নিচে কালি পড়তেই পারে। আর এর থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত চোখের নিচে ক্রিম ব্যবহার করা যেতেই পারে।

নখ ও পায়ের যত্ন

নখ বড় থাকা শরীরের জন্য যেমন ক্ষতিকর তেমনি ব্যক্তিত্বও হানী করে। এজন্য হাত ও পায়ের নখ ছোট রাখার অভ্যাস গড়তে হবে। বাইরে থেকে এসে হাত-পা-মুখ ধুয়ে মুছে লোশন ব্যবহার করা উচিত। সেই সঙ্গে সপ্তাহে একবার স্ক্রাবিং করা যেতেই পারে। বিশেষ করে আঙুলের ফাঁকগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার রাখলে দেখতেও ভালোলাগে।

আপনার বাড়ির নিকটবর্তী কোন কেন্দ্রে ভ্যাকসিনের স্লট ফাঁকা? সব তথ্য পৌঁছে যাবে ফোনে

পোর্টালে আবেদন করলেই প্রাপ্ত বয়স্করা পাচ্ছেন কোভিডের (কোভিড-১৯) ভ্যাকসিন। কিন্তু টিকার এতই অভাব যে নিজের সুবিধা মতো অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়া বেশ কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে সেই সমস্যা এবার সমাধানের পথে। করোনার টিকা নিতে এবার ১৮ বছর উত্তীর্ণদের সাহায্য করবে । ভাবছেন তো বিষয়টা ঠিক কী? কাছের কোনও কেন্দ্রে স্লট ফাঁকা হলে অথবা টিকাকরণ শুরু হলেই সেই তথ্য পৌঁছে যাবে আপনার ফোনে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে অ্যাপ থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে পারবেন আপনি।

সরকারের তরফে প্রাপ্তবয়স্কদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হলেও বেশ কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। তেমনই অ্যাপের মাধ্যমে নিকটবর্তী কোন টিকাদান কেন্দ্রে স্লট ফাঁকা রয়েছে তা জেনে বুক করাও বেশ সমস্যার। সেই কথা ভেবেই কোভিডের টিকার সমস্ত তথ্য জানাতে একটি ওপেন সোর্স ওয়েবসাইট তৈরির করেন অমিত আগরওয়াল। এতে টিকা নিতে আগ্রহীদের সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই ভ্যাকসিন অ্যালার্ট পেতে হলে ভ্যাকসিন ট্র্যাকার এনাবেল করতে হবে। দিতে হবে নিজের পিন নম্বর, বয়স। এরপর সিলেক্ট করতে হবে 'ক্রিয়েট ইমেল অ্যালার্ট' অপশন।

প্রোগামার বি. থমাস একটি ওয়েব সাইট তৈরি করেছে পোর্টালে স্লট বুক করার ক্ষেত্রে সমস্ত বয়সীদের তথ্যই দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১৮ উত্তীর্ণ কেউ টিকার জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করতে ওই পোর্টালে গেলে ৪৫ ও ৪৫ উর্ধদের তথ্যও দেখতে পান তিনি। ফলে নিজেদের স্লট বুক করতে গিয়ে অযথা সময় ব্যয় হয়। তবে নতুন এই ওয়েবসাইট ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সিদের তথ্যই মিলবে। এছাড়াও টেলিগ্রামে মিলবে ভ্যাকসিন অ্যালার্ট।

করোনার অল্প উপসর্গেই সিটি স্ক্যানের কথা ভাবছেন! কী পরামর্শ এইমসের ডিরেক্টরের?

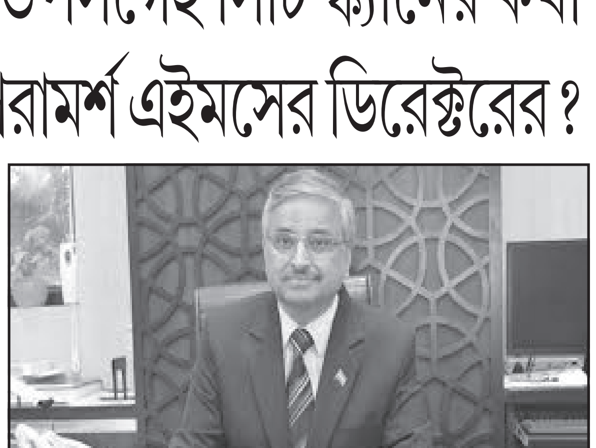

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: করোনা নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে ঘরে-ঘরে। তার মধ্যে সেই আতঙ্ক আরও বাড়িয়েছে আরটিপিসিআর পরীক্ষা নিয়ে ছড়িয়ে পড়া একাধিক তথ্য। বলা হচ্ছে, এই পরীক্ষায় অনেক সময় সঠিক ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আর তাই করোনা আক্রান্ত কি না জানতে হিড়িক পড়ছে সিটি স্ক্যানের। কোভিড-১৯'র সামান্য উপসর্গ দেখা দিলেই সিটি স্ক্যান করাতে ছুটছেন অনেকে। কিন্ত এই সিটি স্ক্যান করানো কি খুব জরুরি? এর কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই তো, কী বলছেন চিকিৎসকরা?

সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এর ডিরেক্টর রণদীপ গুলেরিয়া এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিলেন। জানালেন, করোনার মৃদু উপসর্গ থাকলেই সিটি স্ক্যান করানোর প্রয়োজন নেই। বরং চিকিৎসকদের পরামর্শ মেনে তবেই এই পরীক্ষা করানো উচিৎ। এইমসের ডিরেক্টরের কথায়, খুব প্রয়োজন হয় তবে চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করে এক্স-রে করিয়ে নিন। এতে ক্ষতি অনেক কম হবে। কারণ একবার সিটি স্ক্যান করালে ৩০০ থেকে ৪০০ বার বুকের এক্স-রে করানোর সমান ক্ষতি হয়। এবং পরে যা ক্যানসারের দিকে যেতে পারে। আর এই ক্ষতি কম বয়সীদের ক্ষেত্রে বেশি হয়। তাই সিটি স্ক্যানের প্রয়োজন নেই, দরকারে এক্স-রে করিয়ে নিন। তবে সবই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই করাতে হবে। এইমসের ডিরেক্টর আরও বলেন, করোনার প্রাথমিক স্তরে অনেকে উচ্চমাত্রায় স্টেরয়েড নিয়ে নেন। সে ক্ষেত্রে, উপকার থেকে ক্ষতিই বেশি হয়েছে। বেশি স্টেরয়েড নিলে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। যা ফুসফুসে প্রচণ্ড ক্ষতি করবে। তাই অল্প উপসর্গে সাধারণ ওষুধ খেলেই করোনা সেরে যাবে।

কোন হাসপাতালে ক'টা বেড খালি? এবার কোভিড চিকিৎসার খুঁটিনাটি তথ্য মিলবে অ্যাপে

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার তৈরি হচ্ছে অ্যাপ। কোন হাসপাতালে ক'টা বেড খালি, কোথায় মিলবে অক্সিজেন? ওই অ্যাপে যাবতীয় তথ্য পাবেন আমজনতা। বর্তমান পরিস্থিতিতে নামে অ্যাপটি সাধারণ মানুষের হয়রানি খানিকটা কমাতে পারবে বলেই আশাবাদী প্রশাসন।

করোনা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ ধারণ করতেই নড়েচড়ে বসেছে রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসনও। মঙ্গলবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বৈঠক করে জেলা টাস্ক ফোর্স। সেখানে হাজির ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক রশ্মি কোমল, জেলার মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক নিমাইচন্দ্র মণ্ডল-সহ অন্যান্য কর্তারা। বর্তমানে জেলার পরিস্থিতি কেমন, বিশেষ করে অক্সিজেন সাপ্লাইয়ের পরিস্থিতি কীরকম আছে, তা নিয়ে বিশদে আলোচনা হয়।

নিমাইবাবু জানিয়েছেন, "জেলার প্রতিটি হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সরবরাহ আছে। এনিয়ে আতঙ্কের কোনও কারণ নেই। আগামিদিনে চাহিদা বাড়লে যাতে সরবরাহ স্বাভাবিক থাকে সেটাও দেখা হবে। ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা ভেবে ব্লকভিত্তিক নোডাল অফিসারও নিয়োগ করা হচ্ছে। যারা ব্লকের সমস্ত বিষয়টি নিজেদের নজরে রাখবেন।"

এদিন জেলা স্বাস্থ্যভবন থেকেও করোনা ও ডেঙ্গু নিয়ে ব্লকস্তরে পৃথক একটি ভিডিও কনফারেন্সও অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকেই আলোচনা হয় বিশেষ এই অ্যাপ নিয়ে। এবিষয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন, আগামিকাল থেকেই গুগল প্লে স্টোরে মিলবে এই অ্যাপ। যেখানে খালি বেডের সংখ্যা, অক্সিজেন সহ-যাবতীয় তথ্য মিলবে নিমেষেই। এদিন টিকাকরনের বিষয়টি নিয়েও আলোচনা হয়। আগে যেখানে প্রতিদিন গড়ে ৭০ থেকে ৭২ টি কেন্দ্র থেকে টিকাকরণ হত (সোমবার ও শুক্রবার হত ২৭২ কেন্দ্রে) সেখানে এখন কুড়িরও কম কেন্দ্রে টিকাকরণ হচ্ছে। তাও প্রথম ডোজের টিকা দেওয়া হচ্ছে না। কোনওরকমে দ্বিতীয় ডোজ দিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া হচ্ছে। প্রতিদিনই টিকা নিতে ভোর থেকেই লম্বা লাইন পড়ে যাচ্ছে নির্দিষ্ট ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে। গত শনিবার কলকাতা থেকে মাত্র ২৫ হাজার টিকা এসেছে। তা দিয়ে কোনওরকমে সামাল দেওয়া হচ্ছে।

রবিবার আগরতলায় রক্তদান শিবিরে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত। ছবি নিজস্ব।

মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি কেরলেও ছড়াচ্ছে জিকা, আক্রান্ত আরও দুই

তিরুবনন্তপুরম, ১ আগস্ট (হি.স.) : কেরলে নতুন করে আরও দুই জিকা ভাইরাসে আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে একজন ১৪ বছরের বালিকা। এর ফলে কেরলে এ পর্যন্ত জিকায় আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছে গিয়েছে ৬৩-তে। জানিয়েছেন কেরলের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বীণা জর্জ। আপাতত তিন জন সক্রিয় আক্রান্ত রয়েছেন দক্ষিণের এই রাজ্যে। শনিবারই মহারাষ্ট্রের পুণেতে একজন জিকা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যায়। মহারাষ্ট্রে আক্রান্তের তালিকায় তিনিই প্রথম। কেরলে অবশ্য জুলাই মাসের শুরুর দিক থেকে একে একে জিকা আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল। সেই রাজ্যে ৮ জুলাই ২৪ বছরের মহিলার শরীরে জিকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। চিকিৎসার পর তিনি অবশ্য সুস্থ হয়ে ওঠেন। কিন্তু তারপর থেকে কম-বেশি আক্রান্তের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেই রাজ্য থেকে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ইতিমধ্যে জিকা সংক্রমণের বিষয়ে নজরদারি রাখতে কন্টোল রুম খুলেছে কেরল সরকার। একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যাতে মশাবাহিত রোগ আটকানো যায়। যদিও বেসরকারি হাসপাতালগুলি সূত্রে খবর, অনেকেই জ্বর, র‍্যাশ ও লাল চোখের মতো উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসছেন। ফলে কেরলে রোগ উল্লেখযোগ্য ভাবে ছড়িয়েছে, সেটা মনে করছেন চিকিৎসকরাও।

কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলারের এবার যোগ দিলেন তৃণমূলে

বহরমপুর, ১ আগস্ট (হি. স.): একুশের বিধানসভা ভোটের ফল বলছে ফের ক্ষমতায় তৃণমূল সরকার। অপরদিকে বর্তমানে পাখির চোখ ২০২৪।এরই মাঝে ফের তৃণমূলে যোগদান অব্যাহত। রবিবার তৃণমূলে যোগ দিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার। এবার বহরমপুর তৃণমূল কার্যালয়ে এসে যোগ দেন কংগ্রেসের প্রাক্তন কাউন্সিলার। বিধানসভা ভোটের ফলের পরও তৃণমূলে যোগ অব্যাহত। এরই মাঝে এদিন বহরমপুর তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা সভাপতি আবু তাহের খান কো-অর্ডিনেটর অশোক দাস ও লালবাগ পৌরসভার পৌর প্রশাসক বিপ্লব চক্রবর্তীর অপসিতে লালবাগ পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জাতীয় কংগ্রেসের কাউন্সিলর বিশ্বজিৎ দে এদিন তৃণমূলে যোগ দেন। তৃণমূলের কার্যালয়ে এসে তৃণমূলের জাতীয় পতাকা তুলে নেন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পর বিশ্বজিৎ দে জানান,"" রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জল সমস্ত কিছুই মানুষের জন্য করবেন। যেভাবে মমতা বন্দোপাধ্যায় উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন সেই লক্ষ্যে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান ""।

১৫ আগস্ট পর্যন্ত ভারতসহ আন্তর্জাতিক সাত রুটে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত

ঢাকা,০১ আগষ্ট।। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ভারতসহ সাত আন্তর্জাতিক রুটের ফ্লাইট ১৫ আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। বিমানের ওয়েবসাইটে এক নোটিশে এ তথ্য জানানো হয়। যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার, সৌদি আরবের মদিনা, থাইল্যান্ডের ব্যাংকক, কুয়েত, নেপালের কাঠমান্ডু, ভারতের কলকাতা ও দিল্লি রুটে ফ্লাইট চলাচল বাতিল করা হয়েছে। গত বছরের মার্চে করোনা মহামারির সময় থেকে এই সাত রুটের মধ্যে কুয়েত ও কলকাতা বাদে বাকিগুলো বন্ধ ছিল। তবে ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞার কারণে কুয়েত ও কলকাতার ফ্লাইট বাতিল ঘোষণা করা হয়। এ বছরের ৫ জুলাই থেকে করোনার প্রাদুর্ভাব কমাতে ৮ দেশ বাদে অন্যান্য রুটে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু রয়েছে। দেশগুলো হলো- ভারত, বতসোয়ানা, নেপাল, মঙ্গোলিয়া, নামিবিয়া, পানামা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তিউনিশিয়া।

জমা জলের সমস্যা দূর করতে গার্ডেনরিচে শুরু হল নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): গত কয়েকদিন ধরেই শহরে এক টানা বৃষ্টিতে জল জমে যায় বিভিন্ন রাস্তায়। জল জমে চরম সমস্যায় পড়তে হয়েছিল শহরবাসীকে। এরই মাঝে রবিবার জমা জলের সমস্যা দূর করতে গার্ডেনরিচে শুরু হল নিকাশি নালা পরিষ্কারের কাজ।

একেই বর্তমানে করোনা হানা পিছু ছাড়ছে না শহরবাসীর। করোনা পরিস্থিতির মাঝেই জল যন্ত্রণায় ভুগতে হয় সকলকে। তবে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুরসভা। পরবর্তীতে শহরবাসীকে জল যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করতে ময়দানে নেমে পড়েছে পুরসভা। এদিন তাই গার্ডেনরিচে শুরু হল নিকাশি নালা পরিষ্কার করার কাজ। নালা পরিষ্কার করার কাজ করা হচ্ছে ডুবুরি নামিয়ে চলছে। কি কারনে জমা জল নামানো যাচ্ছিল না শহর থেকে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে কলকাতা পুরসভার তরফে। পরিষ্কার করতে কি দেখা যায় নর্দমায় জমে রয়েছে বড় বড় বস্তা। সেই সমস্ত নোংরা পরিষ্কারের কাজ শুরু করেছে পুরসভা।

বঙ্গবন্ধু হত্যার পেছনে কারা ছিল সেটা একদিন বের হবে ঃ শেখ হাসিনা

।। মনির হোসেন।। ঢাকা,০১ আগষ্ট।। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যার জন্য জিয়াউর রহমানকে পুনরায় অভিযুক্ত করে বলেছেন, ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা ছিল সেটা একদিন বের হবে। শোক দিবস উপলক্ষে রোববার সকালে কৃষকলীগ আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্ত ও প্লাজমা দান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী গণভবন থেকে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের জাতির পিতা স্মৃতি জাদুঘর সংলগ্ন এলাকায় অনুষ্ঠিত মূল অনুষ্ঠানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ভার্চুয়ালি অংশ নেন। এ সময় ২৩, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রান্তও অনুষ্ঠানে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, হত্যার বিচার হয়েছে। তবে, এই ষড়যন্ত্রের পেছনে কারা ছিল, একদিন সেটাও আবিষ্কার হবে। কিন্তু আমাদের কাজ একটা ছিল- প্রত্যক্ষভাবে যারা হত্যার সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার করা। আর সব থেকে বড় কাজ হলো এই দেশ এবং দেশের মানুষ নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখেছিলেন- তা বাস্তবায়ন করা ও দেশের মানুষের উন্নয়ন করা।

তিনি বলেন, উন্নয়নকেই আমি সব থেকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছি। তাই পেছনে কে ষড়যন্ত্র করেছে, কী করেছে সেদিকে না গিয়ে আমার প্রথম কাজ করেছি এই দেশের ক্ষুধার্ত দরিদ্র মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করে তাদের জীবন মান উন্নত করার। জাতির পিতার ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের 'রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ' উদ্ধৃতি তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, রক্ত জাতির পিতাও দিয়ে গেছেন। কারণ, যখন এদেশের মানুষকে তিনি মুক্ত করেছেন তখন যারা স্বাধীনতা বিরোধী বা যারা বিজয় চায়নি তারা তাকে হত্যা করেছে। এই সময় প্রধানমন্ত্রী ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে আত্মস্বীকৃত খুনি ফারুক-রশিদের স্বেচ্ছায় বিবিসিকে দেওয়া ইন্টারভিউ অনুযায়ী সাবেক সেনা শাসক জিয়াউর রহমানকে নেপথ্য শক্তি হিসেবে উল্লেখের তথ্য এবং পরবর্তীতে ধারাবাহিকভাবে খুনিদের পুরস্কৃত করায় জিয়া, এরশাদ ও খালেদা জিয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপের উল্লেখ করেন।

ডিমা হাসাওয়ে পিএমজিওয়াই-এর অধীনে নিউকোবিন গ্রামের চার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ

হাফলং (অসম), ১ আগস্ট (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে ডিমা হাসাও জেলায় ব্যাপক দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ উঠেছে। দু-বছরেও সম্পূর্ণ হয়নি প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে নিউকোবিন গ্রাম থেকে হোকাই গ্রাম পর্যন্ত চার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করার পরও এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সড়ক নির্মাণের নামে ব্যাপক হারে দুর্নীতি সংগঠিত হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অসমের অন্যতম পাহাড়ি জেলা ডিমা হাসাওয়ের নিউকোবিন গ্রাম থেকে হোকাই গ্রাম পর্যন্ত চার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল ২০১৯ সালের ২ এপ্রিল। এই সড়ক নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ করার সময় সীমা ছিল ২০২০ সালের ২ জানুয়ারি। কিন্তু এই সড়ক নির্মাণের কাজ দু-বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরও এখন পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কাজ ৪০ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। অথচ মেরা সড়ক নামের একটি সরকারি পোর্টেলে নিউকোবিন গ্রাম থেকে হোকাই গ্রাম পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে সড়ক নির্মাণের কাজ ৯৯ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু সড়ক নির্মাণের আসল চিত্র সম্পূর্ণ উল্টো। হাফলং ডিভিশনের লোকনির্মাণ (পূর্ত) বিভাগের অধীনে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে এই সড়ক নির্মাণের কাজের দায়িত্বে রয়েছেন চম্পা বসুমতারি নামের এক ঠিকাদার। ওই সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকনির্মাণ বিভাগের এসও অনিরুদ্ধ বিশ্বাস জানিয়েছেন, কোভিড অতিমারির জন্য এই প্রকল্পের কাজ এতদিন এগোয়নি। তবে এখন কোভিড পরিস্থিতি কিছুটা উন্নত হওয়ায় কাজ শুরু হয়েছে। তবে ঈদের জন্য শ্রমিকরা বাড়িতে চলে যাওয়ায় বর্তমানে কাজ বন্ধ রয়েছে বলে জানান অনিরুদ্ধ বিশ্বাস। ইতিমধ্যে ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই চার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের ৪০ শতাংশ কাজ শেষ না হওয়ার পরও লোকনির্মাণ বিভাগ সড়ক নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে এক কোটি টাকার বেশি বিল ইতিমধ্যে মিটিয়ে দিয়েছে বলে অনিরুদ্ধবাবু জানিয়েছেন।

প্রশ্ন উঠেছে, সড়ক নির্মাণের কাজ যেখানে ৪০ শতাংশ শেষ হয়নি, সেখানে লোকনির্মাণ বিভাগ কীসের ভিত্তিতে ঠিকাদারকে ১ কোটি টাকার বিল মিটিয়ে দিল। এএস ১৪ প্যাকেজের অধীনে নির্মিত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে নিউকোবিন গ্রাম থেকে হোকাই গ্রাম পর্যন্ত চার কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের জন্য ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করার বিপরীতে এই সড়কটি ৫ বছর দেখভাল এবং মেরামতির জন্য আরও ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। তার পরও সড়ক নির্মাণের নামে চলছে ব্যাপক অনিয়ম।

তাছাড়া নিউকোবিন গ্রামে একটি জুম খেতের মধ্যে বাঁশবেত দিয়ে তৈরিকৃত ঘরের মধ্যে সয়েল টেস্টের জন্য একটি ল্যাব নির্মাণ করা হয়েছে। এই চার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের জন্য যে-সব কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে এতে বিশাল বিশাল ফাটল দেখা দিয়েছে। এমন-কি পুরো চার কিলোমিটার রাস্তায় ব্লেকটোপিংয়ের কোনও অস্তিত্বই নেই। এসও অনিরুদ্ধ বিশ্বাস কোভিড অতিমারির দোহাই দিয়ে কাজ হয়নি বলে জানালেও দেখা যাচ্ছে, এই সড়ক নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু অসমে এর দু-মাস পর কোভিড অতিমারির প্রথম রোগী শনাক্ত হয় ২০২০ সালের মার্চ মাসে। তাই এবার হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে রাজ্যের বিজেপি সরকার প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অধীনে সড়ক নির্মাণের নামে সংগঠিত ব্যাপক অনিয়মের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করে তা লক্ষ্যণীয়।

বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভবানীপুরে চা বিক্রি মদন মিত্রর

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): একুশের বিধানসভা ভোটের ফল বলছে ফের মসনদে তৃণমূল সরকার। কিন্তু প্রতিনিয়ত অপরদিকে বেড়েই চলেছে তৃণমূল-বিজেপি তরজা। এরই মাঝে রবিবার ছুটির বেলায় বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ভবানীপুরে প্রকাশ্য রাস্তায় চা বিক্রি কামারহাটি তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের।

এদিন ভবানীপুরে একটি চায়ের দোকানে যান মদন মিত্র। মদন মিত্র সঙ্গে থাকা অন্যান্য সকল সর্মথকরা প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদীর মুখোশ পরে। সেখানে বিজেপিকে কটাক্ষ করে ১ ভাঁড় চা ১৫ লক্ষ টাকা এই স্লোগান তোলে তৃণমূল। এর পরেই এই প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মদন মিত্র বলেন, "" আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীজিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্রিটেনের রাজকুমার, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যে চা খেতে পারেন না। সেই চা মোদীজি দিয়েছেন। এক ভাঁড় চায়ের দাম ১৫ লাখ টাকা। নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করেছিলেন সবাইকে ১৫ লক্ষ টাকা করে দেবেন। তিনি নাকি সবাইকে সেই টাকা দিয়েছেন। তাই সেই টাকার বদলে আমরা ১ কাপ করে চা খাওয়াচ্ছি। সবাই মোদী চা খেতে চাইছে। যে ২ কোটি বেকার চাকরি পেয়েছে তারা এই চা খেতে আসছে। আমাকে অ্যালাও করলে একাই বড় ড্রাম নিয়ে বিজেপির মিটিংয়ে যাব। এই চা কী মিষ্টি খেতে। ব্রিটেনের রাজকুমারও এই চা খায় না। ও লাভলি "।

শিক্ষামন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): করোনা আবহের মাঝে জট কেটেও যেনও কাটছে না এসএসসি চাকরিপ্রার্থীদের। রবিবার ছুটির বেলায় শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে হবু শিক্ষকদের একাংশ বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা।

রবিবার ছুটির বেলায় এসএসসিতে নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর লেকটাউনের বাড়ি কালিন্দীতে একদল এসএসসি চাকরি প্রার্থীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। ব্রাত্য বসুর বাড়ির সামনে উত্তেজনা দেখেই ছুটে আসে পুলিশ। পুলিশ আসলে ও বিক্ষোভকারীদের বিক্ষোভ তুলতে ব্যর্থ হয়। পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি বাঁধে বিক্ষোভকারীদের। চরম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। ব্রাত্য বসুর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার আবেদন জানায় বিক্ষোভকারীরা। কিন্তু আগাম অনুমতি না থাকায় বাড়ির বাইরে থাকা নিরাপত্তারক্ষীরা বিক্ষোভকারীদের আটকে দেয়।

বিক্ষোভকারীরা সুর চড়ায় , ""আমরা এখানে কোনও বিক্ষোভ করতে আসিনি। শুধু স্যারের সঙ্গে দেখা করব। আমাদের কিছু বক্তব্য আছে, সেসব জানিয়েই চলে যাব ""। কিন্তু অনুভূতি না থাকার জেরে তাদের ঢুকতে না দেওয়ায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি।

বঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : মাসের প্রথমেই বঙ্গে ফের ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার হাওয়া অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, কলকাতায় আজ আকাশ আংশিক মেঘলা থাকবে। দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনাও রয়েছে। তবে তার মধ্যেও বাড়বে তাপমাত্রা। থাকবে আর্দতাজনিত অস্বস্তি। এদিন সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শনিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

আগামী ৪৮ ঘন্টায় উত্তরবঙ্গে ফের হবে বৃষ্টি। যার মধ্যে আগামী ২৪ ঘন্টায় দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা জারি করা হয়েছে। সোমবার দার্জিলিং ও কালিম্পং দু-এক পশলা প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি তিন জেলায় আরও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার থেকে উত্তরবঙ্গে কমবে বৃষ্টি। প্রবল বর্ষণের জেরে ধস নামতে পারে উত্তরবঙ্গের পার্বত্য এলাকায়। বাড়তে পারে নদীর জলস্তরও। সুস্পষ্ট নিম্নচাপ সরে উত্তরপ্রদেশে অবস্থান করছে। যার জেরে বৃষ্টি হচ্ছে বঙ্গেও।

এদিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি বাড়বে মঙ্গলবার থেকে। থাকবে আর্দতাজনিত অস্বস্তিও। কিন্তু বৃষ্টি হলেও রেহাই মিলবে না গরমের হাত থেকে। কারণ দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়বে বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। মঙ্গলবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি। বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং হাওড়া জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। সুস্পষ্ট নিম্নচাপের জেরে বেশ কয়েকটি নদী প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। নতুন করে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের আশঙ্কা বাড়ছে হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর-সহ বিভিন্ন জেলায়।গত বুধ ও বৃহস্পতিবারের টানা বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল কলকাতা-সহ একাধিক জেলা। প্রবল বর্ষণে নাজেহাল হয়েছিল জনজীবন। তার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে শিলিগুড়িতে বোমাতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ১ আগস্ট (হি.স.): শিলিগুড়িতে বোমাতঙ্ক। রবিবাসরীয় সকালে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ ঘিরে বোমাতঙ্ক ছড়াল শিলিগুড়ির জংশন এলাকায়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরে জানা যায়, ব্যাগটি একটি মহিলার।

রবিবার সকালে তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে ঢোকার মুখে ট্রাফিক গার্ডের পাশেই ব্যাগটি অনেক্ষণ ধরেই পড়ে থাকতে দেখা যায়। ওই ব্যাগ ঘিরেই বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে পৌঁছোয় পুলিশ ও বম্ব স্কোয়াড। ব্যাগটি পরীক্ষা করা হলেও তা থেকে কেবল জামাকাপড় ও একটি প্রেসার কুকার মেলে। পরে জানা যায়, ব্যাগটি একটি মহিলার। তিনি মাদারিহাট যাচ্ছিলেন। সেখানে ব্যাগটি রেখে চলে যান তিনি।

পঃবঙ্গে একদিনে করোনা আক্রান্ত ৭০১ জন

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি. স.): ধীরে ধীরে কমছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত কয়েকদিন ধরেই আক্রান্তের সংখ্যা রয়েছে ১০০০ নিচে। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৭০১ জন। রবিবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।

স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৭০১ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,২৮,৭২০। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের। যার জেরে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে ১৮,১৪৯। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠেছে ০,৮২৭। ফলে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৪,৯৯,৫৯৭। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.০৯। যার জেরে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১০,৯৭৪। একদিনে করোনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৩,৬১৭। যার ফলে মোট করোনা পরীক্ষা ১,৫৭,৭৪,০৯১।

পুলিশের অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও রেড রোডে দৌড়লেন দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১ আগস্ট (হি.স.) : পুলিশের অনুমতি নেই, তা সত্ত্বেও ম্যারাথনে অংশ নিলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। রবিবার সকালে রেড রোডের নেতাজি মূর্তির সামনে থেকে শুরু হয় কর্মসূচি। রাজু বিস্ত ম্যারাথনের সূচনা করেন। এই কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন সৌমিত্র খাঁ-ও।

এদিন ম্যারাথন শুরুর ঠিক আগে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, "পুলিশের অভ্যাস বিজেপিকে বাধা দেওয়ার। সেটা আমরা পালটাতে পারব না। আমাদেরও অভ্যাস বদলাতে পারব না। তাই রাস্তায় নামবই। খোলা রাস্তা দিয়ে সকলে দৌড়বে। কে কাকে বাধা দেবে।" রেড রোডে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মূর্তির সামনে শেষ হয় ম্যারাথন।পুলিশ সূত্রে খবর, যেহেতু রেড রোডেই সীমাবদ্ধ ছিল দৌড় কর্মসূচি তাই বিজেপি যুব মোর্চার ম্যারাথনে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

টোকিও অলিম্পিক থেকে পদক আনার জন্য নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিচ্ছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। দ্য গ্রেটেস্ট শোয়ে অংশ নেওয়া সেই সব ক্রীড়াবিদকে উৎসাহ দিতেই কলকাতার রাস্তায় বিজেপি কর্মীদের ম্যারাথন দৌড়ের পরিকল্পনা করে রাজ্য যুব মোর্চা। কিন্তু বিজেপির যুব সংগঠন যুব মোর্চার এই বিশেষ কর্মসূচির অনুমতি দেয়নি কলকাতা পুলিশ। কোভিড বিধিনিষেধের কারণেই ম্যারাথন দৌড়ের অনুমতি দেওয়া যাবে না বলে শুক্রবার রাতে লালবাজারের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয় বিজেপিকে। ভারতীয় ক্রীড়া প্রতিযোগীদের উজ্জীবিত করতে প্রতীকী ম্যারাথন দৌড়ের কর্মসূচির অনুমতি না মেলায় ক্ষুব্ধ দিলীপ। কর্মসূচি করা নিয়ে সিদ্ধান্তে অনড় ছিল বিজেপি।

নির্দিষ্ট কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার সকালে রাজু বিস্ত, দিলীপ ঘোষ, সৌমিত্র খাঁ-সহ বিজেপি নেতা-কর্মীরা রেড রোডে হাজির হন। তাঁদের প্রত্যেকের হাতে ছিল জাতীয় পতাকা। মোতায়েন ছিলেন প্রচুর সংখ্যক পুলিশকর্মীও। অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও রেড রোডে নেতাজির মূর্তির সামনে থেকে শুরু হয় ম্যারাথন। রাজু বিস্ত তার উদ্বোধন করেন। দিলীপ ঘোষের নেতৃত্বে ম্যারাথন এগোতে থাকে। সৌমিত্র খাঁ-ও অংশ নেন যুব মোর্চার কর্মসূচিতে।

কল্যাণীতে হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির মৃতদেহ, তদন্তে পুলিশ

কৃষ্ণনগর, ১ আগস্ট (হি.স.): নদিয়ার কল্যাণীতে হোটেলের ঘর থেকে ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল। রবিবার নদিয়ার কল্যাণী পুরসভা এলাকার একটি হোটেলের ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর মদের বোতল। অতিরিক্ত মদ্যপানের কারণেই এই ঘটনা কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

রবিবার সকালে হোটেল কর্মীরা একাধিকবার ডাকাডাকি করলেও তার কোনও সাড়া পাননি। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এরপর দরজা ভাঙতেই দেখা যায় মৃত অবস্থায় বিছানায় পড়ে রয়েছেন নৃপেনবাবু। তড়িঘড়ি পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে পাঠিয়েছে ময়নাতদন্তে। দেহের পাশ থেকে মিলেছে প্রচুর মদের বোতল। প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে, অত্যাধিক মদ্যপান অথবা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। তবে নেপথ্যে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কি না, তাও জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। উল্লেখ্য, দাম্পত্যকলহের কারণে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন ওই ব্যক্তি। অবসাদ গ্রাস করেছিল তাঁকে।

ফের জম্মুর আকাশে সন্দেহজনক ড্রোন সতর্ক সেনাবাহিনী

জম্মু, ১ আগস্ট (হি.স.): ফের জম্মু-কাশ্মীরের আকাশে ড্রোন। শনিবার রাতে জম্মুর ডোমনা অঞ্চলে আকাশে উড়তে দেখা গিয়েছে ড্রোন। তার একটু আগেই সাম্বা জেলাতেও দু'টি ড্রোন উড়তে দেখা গিয়েছিল। সব মিলিয়ে তিনটি ড্রোনের আনাগোনায় চিন্তিত প্রশাসন। হামলার আশঙ্কায় সতর্ক রয়েছে সেনাবাহিনী।

গতকাল প্রথম দু'টি ড্রোন দেখা গিয়েছিল রাত ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে। রাত ১০টার একটু আগে দেখা যায় তৃতীয় ড্রোনটি। তৃতীয় ড্রোনটির একটি ভিডিও তুলেছে এক স্থানীয় তরুণ। সেই ভিডিওয় দেখা গিয়েছে আকাশে উড়তে থাকা ড্রোনটির গায়ে আলো জ্বলছে নিভছে। মিনিট তিনেক পরেই সেটি অদৃশ্য হয়ে যায়। সামনেই স্বাধীনতা দিবস। তার আগে এই ধরনের ঘটনায় সতর্ক সেনা বাহিনী। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রের তরফে সমস্ত নিরাপত্তা বাহিনীকে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত সতর্ক থাকার জন্য। জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি দিলবাগ সিং এব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত জুন মাসে জম্মু এয়ারফোর্স স্টেশনে বোমা ফেলে পালায় দু'টি পাকিস্তানি ড্রোন। সীমান্তের ওপার থেকে এসে হামলা চলিয়েছিল যানগুলি বলে খবর। তারপর থেকেই জম্মু ও কাশ্মীরে ড্রোনের আনাগোনা প্রায়ই লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কয়েকটি উদ্ধারও করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে তাতে আইইডি বিস্ফোরক রয়েছে। মুলত, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা রদ হওয়ার পর থেকেই সেখানে সন্ত্রাস ছড়ানোর মরিয়া চেষ্টা করছে পাকিস্তান। ভারতীয় সেনার ভয়ে সরাসরি সংঘাতে না গিয়ে জঙ্গিদের মদতে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে পড়শি দেশ পাকিস্তান। এহেন পরিস্থিতিতে ভারতও সন্ত্রাস দমনে সেনা অভিযান বাড়িয়ে দিয়েছে। একইসঙ্গে প্রতিরক্ষা পরিকাঠামো আরও মজবুত করে এবার ১০টি 'অ্যান্টি-ড্রোন সিস্টেম' বা ড্রোন বিধ্বংসী হাতিয়ার কিনতে চলেছে ভারতীয় বায়ুসেনা।

পেগাসাস কাণ্ডের আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার, শুনবেন সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : পেগাসাস কাণ্ড নিয়ে আগামী বৃহস্পতিবার আবেদন শুনবে সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চ। এ সপ্তাহেই ভারতের মুখ্য বিচারপতি এনভি রমনা জানিয়েছিলেন, আড়ি পাতা কাণ্ডের আবেদন শুনতে রাজি শীর্ষ আদালত। এবার দিনক্ষণ জানিয়ে দেওয়া হল।

সুপ্রিম কোর্টে জনস্বার্থ মামলার আবেদন করেন এন রাম এবং শশী কুমার নামক দুই বর্ষীয়ান সাংবাদিক। প্রাক্তন অথবা বর্তমান বিচারপতির নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল গঠনের আবেদন করেছেন তাঁরা। পেগাসাস কাণ্ড ব্যক্তি স্বাধীনতায় বড়সড় আঘাত বলে ব্যক্ত করেছেন দুই সাংবাদিক। মুখ্যবিচারপতি জানিয়েছেন, কাজের চাপের ওপর নির্ভর করে পরের সপ্তাহে এই মামলার শুনানির ব্যবস্থা হবে।

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে চিকিতসক, বিজ্ঞানী, সাংবাদিকদের ফোনে আড়ি পাতা হচ্ছে ইজরায়েলি স্পাইওয়্যার-এর মাধ্যমে এমন অভিযোগ ওঠে। এমনকী পেগাসাসের সাহায্যে কেন্দ্র সরকারের এজেন্সিগুলো বিরোধী নেতা এবং সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি চালাচ্ছে। অভিযোগ ওঠে এমনটাও। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী স্পষ্টভাবে প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

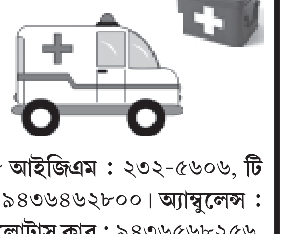

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস :** টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন দিল্লি বিপদসীমার কাছে যমুনা নদী

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.):প্রবল বৃষ্টিতে জলমগ্ন রাজধানী দিল্লির একাধিক এলাকা। বৃষ্টির জেরে বিপদসীমার কাছে রয়েছে যমুনা নদীর জলস্তর। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বৃষ্টি আরও বাড়বে। ফলে যে কোনও মুহূর্তে বিপদসীমা অতিক্রম করতে পারে যমুনা নদীর জলস্তর। জল জমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে।ইন্ডিয়ান মিটিওরোলজিক্যাল ডিপার্টমেন্ট (আইএমডি) পূর্বাভাসে জানিয়েছে, বৃষ্টি আরও বাড়বে। রবিবার সকাল ৯টায় যমুনার জলস্তর ছিল ২০৫.৩০ মিটার। বিপদসীমা ২০৫.৩৩ মিটার। যমুনার জলে বেশ কিছু এলাকা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলেই জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ফের বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : ফের দাম বাড়ল বাণিজ্যিক গ্যাসের। তবে অপরিবর্তিত রইল ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম। বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ল সিলিন্ডার প্রতি ৭২ টাকা ৫০ পয়সা। তারফলে কলকাতায় ১৯ কেজি সিলিন্ডারের নতুন দাম দাঁড়াল ১৭০১.৫০ টাকা। আর ১৪.২ কেজি সিলিন্ডারের দাম ৮৬১ টাকা।

গত মাসে অর্থাত জুলাই মাসে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের ১৪.২ কেজির দাম সিলিন্ডার পিছু সাড়ে ২৫ টাকা বেড়ে কলকাতায় হয়েছিল ৮৬১ টাকা। আগস্টেও একই দামে মিলবে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাস। তবে জুলাইয়ে বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম বেড়েছিল ৭৬ টাকা। কলকাতায় ১৯ কেজির বাণিজ্যিক সিলিন্ডারের দাম ছিল ১৬২৯ টাকা। এবার তা আরও বেড়ে দাঁড়াল ১৭০১.৫০ টাকা।

রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি প্রতি মাসের পয়লা তারিখে রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডারের মূল্য সংশোধন করে।

৫৭তে পা দিলীপের, জন্মদিনে দীর্ঘ আয়ু কামনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ আজ ৫৭ বছরে পা দিলেন। আজ তাঁর জন্মদিন। রাজ্য বিজেপির উত্থানের অন্যতম কাণ্ডারি দিলীপ ঘোষ। দিলীপ ঘোষের জন্মদিনে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছেন। তাও আবার বাংলা ভাষাতে। দিলীপ ঘোষ নিজে সেই চিঠিটি পোস্ট করেছেন। দিলীপ ঘোষ লিখেছেন জন্মদিনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশীর্বাদ।

দিলীপ ঘোষকে সব সময় দেখা যায় দলের সংগঠন বৃদ্ধি এবং কর্মীদের মধ্যে লড়াইয়ের মনোভাব জাগাতে। দিলীপ ঘোষের মতো লড়াকু মনোভাবের মানুষ খুব কমই দেখা যায়। শাসকদলের বিরুদ্ধে তাঁকে সবসময় সরব হতে দেখা গেছে। আগামী দিনেও তাঁকে দেখা যাবে বিভিন্ন বিক্ষোভ কর্মসূচি ,মিছিলে শামিল হতে।তাঁর কাঁধে একাধিক দায়িত্ব। রাজনীতির কেরিয়ারে দ্রুতগতিতে তাঁর উত্থানে অনেককেই অবাক করে থাকেন।

কান্দহার বিমানবন্দরে রকেট হামলা তালিবানের বন্ধ বিমান পরিষেবা

কাবুল, ১ আগস্ট (হি.স.) : আফগানিস্তানে ক্রমেই নিজেদের আধিপত্য বাড়াচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠী তালিবান। শনিবার রাতে আফগানিস্তানের কান্দহার বিমানবন্দরে তিনটি রকেট হামলা করে তালিবান। তার মধ্যে দু'টি রকেট গিয়ে রানওয়েতে আঘাত করে। এই হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বিমানবন্দরের রানওয়ে। ফলে বিমান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে।

কান্দহার বিমানবন্দরের প্রধান মাসুদ পশতুন বলেন, "গত রাতে তিনটি রকেট হামলা হয় বিমানবন্দরে। এই মুহূর্তে বিমান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। আমরা রানওয়ে সারানোর কাজ করছি। রবিবার রাতের দিকে বিমান পরিষেবা ফের শুরু হবে বলে আশা করছি।"

বেশ কয়েক দিন ধরে আফগানিস্তান দখলের চেষ্টা করছে তালিবান। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গা তাদের দখলে। ক্রমেই পিছু হটছে আফগান সেনা। কন্দহরের বেশ কিছু এলাকা দখল করে নিয়েছে তালিবান। সেখানে তালিবানকে আটকাতে সেনার রসদ ও অস্ত্র আসছিল কন্দহর বিমানবন্দর দিয়েই। তাই সেখানে রকেট হামলা করা হল বলেই মনে করছে আফগান সেনা।

পাচারকে কেন্দ্র করে বক্সনগরের কিশোরকে অপহরণ বাংলাদেশে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ আগস্ট।। সোনামুড়া মহকুমার অন্তরগত বক্সনগর ব্লকের অধিনে বাগবের গ্রাম পঞ্চায়েত আওতাধীন সীমান্ত বর্তী গ্রামটি হল নজর পল্লী আদি নাম নজুর পুড়া। পাঁচার বানিজ্যের রমরমা মৃগয়া ক্ষেত্র হিসাবে সারা রাজ্যে পরিচিতি লাভ করেছে। নজুরপুড়া সীমান্তে ইদানিং কয়েক মাস ধরে অন্য জিনিস পএ পাঁচারের চেয়ে ও অধিক গুরুত্ব দি চ্ছে সোনার বিসকুট পাঁচার বানিজ্যে।নজুরপুড়া সীমান্তে প্রহড়া রত রয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৭৪ব্যাটিলিয়ানের জওয়ান।মুসলীমদের ঈদের প্রায় এক সপ্তাহে পূর্বে নজুর পুড়া এলাকায় ১৯০ নম্বর গেইটের তাঁরকাটা বেড়ার সংলগ্ন ওপার থেকে এপারে সোনার বিসকুট ঢিল দিয়ে পাড়া পাড় করে।সোনা পাচার কারী নাছির মিয়া ,সে আবার দ্বৈত নাগরিক এদেশে এবং বাংলাদেশের। আবু কাউছার তাঁরকাটা বেড়ার এপারের সোনা পাঁচারকারী এবং ওপার থেকে সোনার বিসকুট ঢিল দিয়ে এপারে পাঠানো র সাহায্য করে পারভেজ।ঈদের পূর্বে এক কোটি বিশ লাখ টাকা সোনার বিসকুট ওপার থেকে পার ভেজ ঢিল দিয়ে ফেলে দেয়।কিন্তু এপারের পাচার কারি কাউছার বলেছে আমি সোনা খুঁজছি তন্য তন্য করে,কোথাও পেলাম না। এই সোনার গঠনা নিয়ে নাছির পাঁচার বানিজ্যের মাষ্টার মাইন আবু কাউছার কে সন্দেহ করছে প্রায় সময় নিজরাই ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়ে। অব শেষে নাছির তার শ্যালক আবু কাউছারের সহযোগিতার মাধ্যমে ফয়সাল মিয়া নামে ১৩ তের বছরের নাবালক ছেলে কে অপহরন করে বাংলাদেশের গোপন আ স্থানা নিয়ে গেছে। এ দিকে আবু কালাম এবং উনার স্ত্রী কে মারাত্মক ভাবে মারধর করে আজ সকাল সাড়ে নয়টায় সময় ফয়সাল অপহরণ হয়। উ ক্ত গঠনার খবরাখবর এলাকায় চাউর হতেই চা ঞ্চল্য সৃষ্টি হ য়।ছেলেকে অপহরনের সংবাদ কাউকে না জানানো র জন্য বলেন নাছির।আবু কালাম সমস্ত গঠনার কথা বাগবের পঞ্চায়েতের উপ প্রধান মানিক মিয়া কে জানিয়ে উপযুক্ত শালিশীর মাধ্যমে সুরাহা এবং নিজের সন্তানকে শশীরে ফিরিয়ে পাওয়া জন্য আর্জি জানায়। উপ প্রধান মানিক মিয়া কে বাংলাদেশ থেকে মোবাইলে প্রান নাশের হুমকি দেয় নাছির ও তার শুশর। উপ প্রধান মানিক মিয়া সোনা পাচার কারী নাছিরের বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানায় মামলা রুজু করেন।

বাংলাদেশে এলো ভারত থেকে আরও ২০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন

।। মনির হোসেন,ঢাকা,০১ আগষ্ট।। বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে চতুর্থ দিনের মতো ভারত থেকে অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেনে করে এসেছে আরও ২০০ মেট্রিক টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন। এ নিয়ে ভারত থেকে দেশে আসলো মোট ৮০০ মেট্রিক টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন। এর আগে গত ২৪, ২৮ ও ৩০ জুলাই ২০০ মেট্রিক টক করে অক্সিজেন নিয়ে এসেছিল তিনটি ট্রেন। রবিবার (১ আগস্ট) বিকেলের দিকে ১০ কন্টেইনার অক্সিজেনবাহী ট্রেনটি বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছায়। লিন্ডে বাংলাদেশ এই অক্সিজেন আমদানি করেছে।

এ বিষয়ে বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার সাইদুজ্জামান জানান, ভারতীয় রেলওয়ের "অক্সিজেন এক্সপ্রেস" চতুর্থ চালানে ২০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন নিয়ে কাস্টমসের আনুষ্ঠানিকতা শেষে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম স্টেশনের উদ্দেশে ছেড়ে গেছে। সেখানে অক্সিজেন নামিয়ে খালি ট্রেনটি আবার একই পথ দিয়ে ভারতে ফিরবে। এর আগে ভারতীয় সময় রবিবার সকাল সাড়ে ৭টায় ভারতীয় রেলওয়ের "অক্সিজেন এক্সপ্রেস" ২০০ মেট্রিক টন অক্সিজেন নিয়ে টাটানগর থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশে ছেড়ে আসে। রবিবার দুপুরে ভারতের পেট্রাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছায়।

উত্তর চড়িলাম শ্মশানটি সংস্কারের দাবি এলাকাবাসীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ আগস্ট।। চড়িলাম ব্লকের উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের গরু বাজারের পাশে শ্মশানটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কার না করায় নষ্ট হচ্ছে। শ্মশান এর আশপাশ এলাকায় জঙ্গলে জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। বাম আমল থেকেই শ্মশান টিকে আধুনিক করার জন্য দাবি জানিয়ে আসছিল উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের এর কাছে। কিন্তু আধুনিক মানের হয়নি। রাজ্যে নতুন সরকার আসার তিন বছর পূর্ণ হতে চলছে চড়িলাম এলাকার জনগণ রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক জিষ্ণু দেববর্মার কাছে দাবি করেন শ্মশানটিকে আধুনিক মানে করার জন্য। তিন বছর পূর্ণ হল শ্মশানটি আগের মতোই হয়ে আছে। তাই চড়িলামবাসীর দাবী উর্ধতন কর্তৃপক্ষ যেন শ্মশানটিকে আধুনিক মানে গড়ে তুলতে ভুমিকা গ্রহন করেন।

সেলফি নিতে গিয়ে রুদ্রসাগরে ডুবে মৃত্যু হল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। সেলফি নিতে গিয়ে নীরমহল এর রুদ্রসাগরে জলের নিচে তলিয়ে যায় ২৩ বছরের শুভ্রজিৎ সাহা। উদ্ধার কাজে হাত দেন ফায়ার সার্ভিস এনডিআরএফ সহ মেলাঘর থানার পুলিশ।ঘটনা সুত্রে জানা যায় সুজিত সাহা আগরতলা বাধারঘাট যাইত শান্তি পাড়া এলাকার বাসিন্দা, আগরতলা থেকে মেলাঘর ছুটে আসে আনন্দ ফুর্তি করার জন্য নীরমহল, করুনা পরিস্থিতি থাকায় সরকারি নির্দেশ অনুসারে নির্মল বন্ধ ছিল, আর অন্যদিকে অতিরিক্ত বৃষ্টি হয় দ্রুত সাগরের জল মাত্রার অধিক ফুলে ওঠে, রুদ্র সাগরের জলে নামা নিষিদ্ধ থাকলেও শুভজিৎ সাহা ওর বন্ধুবান্ধব সহকারে পার্সোনাল নৌকা ভাড়া করে জলে ঘুরতে যায়, অবশেষে নৌকার উপর বসে সেলফি নিতে গিয়ে ওর ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলে এতে জলে ডুবে যায় শুভ্রজিৎ। তার সাথের বন্ধুরা ওকে বাঁচানোর জন্য অনেক চেষ্টা করে। অবশ্যই খবর দেয়া হয় মেলাঘরের ফায়ার সার্ভিসকে। উদ্ধারকাজে হাতে ফায়ার সার্ভিসসহ এনডিআরএফ প্রতিনিধিরা। খবর লেখা পর্যন্ত শুভ্রজিতের কোন প্রকার খোঁজ পাওয়া যায়নি।

পুলিশকর্মীর মর্মান্তিক মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ আগস্ট।। আবারো অকালে ঝরে গেলো আরেক পুলিশ কনস্টেবল প্রাণ। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ কনস্টেবল স্বপন সরকার, বয়স ৪০ বৎসর। আদি বাড়ি গন্ডাছড়া হলেও থাকতেন আগরতলা আনন্দ নগরে। আগরতলা থেকেই কর্মক্ষেত্র বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে যাওয়া আসা করতেন।আজ দুপুর বারোটা পর্যন্ত বাগমা আউট পোষ্টে ডিউটি করে আগরতলা নিজ বাড়িতে যাওয়ার পর শরীরে নানা উপক্রম দেখা দেয় এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। সাথে সাথে বাড়ির নিকট আত্মীয়েরা জি বি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার ওনাকে মৃত বলে ঘোষনা করেন এবং জি বি হাসপাতালের মর্গে স্বপন সরকারের নিথর দেহ শায়িত থাকবে, আগামী কাল দুপুরে ময়না তদন্তের পর নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আগামী কাল বাগমা ফাঁড়িতে স্বপন সরকারের নিথর দেহ নিয়ে আসা হবে এবং ফাঁড়ির পক্ষ থেকে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হবে।স্বপন সরকারের জমজ দুই মেয়ে নার্সারিতে পাঠরত। ওনার অকাল মৃত্যুতে বাগমা আউট পোষ্টসহ আগরতলা আনন্দ নগর ও গন্ডাছড়া এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।এই বাগমা আউট পোষ্টের রূপেন ত্রিপুরাও গত এক মাস আগে টি বি রোগ এবং কিল্লা থানার এক কনস্টেবল বৃষ্টিতে পিছলে পরে মারা গিয়েছিলো।এক মাসের মধ্যে তিনজন পুলিশ কনস্টেবলের মৃত্যুতে পুলিশ মহলে শোকেরছায়া নেমে এসেছে।হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন বাগমা ফাঁড়ি থানার পুলিশ কনস্টেবল স্বপন সরকার ন আজকে বিকাল ৫ ঘটিকার সময় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে জিবি হাসপাতালে মৃত্যু হয় ন এই নিয়ে উনার পরিবার সহ বাগমা থানায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

মহলের

● প্রথম পাতার পর

বন্দি করে রাখার ঘটনায় বিপ্লব দেব সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছে তৃণমূল। বিপর্যয় মোকাবিলা আইনে আইপ্যাক-এর কর্মীদের তলবও করে পুলিশ।

এর মধ্যেই মমতার নির্দেশে আইপ্যাক-এর কর্মীদের ছাড়িয়ে আনতে আগরতলায় আসেন ব্রাত্য বসু, মলয় ঘটক, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও ব্রায়েন এবং কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এই অবস্থায় অভিষেক ত্রিপুরাবাসীর উদ্দেশে কী বার্তা দেন সে দিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

নরেন্দ্র মোদী

● প্রথম পাতার পর

ফ্রান্স যেভাবে সমর্থন জানিয়েছে সেজন্য ভারতের তরফে ফ্রান্সকে ধন্যবাদ জানানো হচ্ছে।

এদিকে ভারতের সভাপতিত্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ফ্রান্স। ভারতে নিযুক্ত ফরাসি রাষ্ট্রদূত এমানুয়েল লেনাইন জানিয়েছেন ফ্রান্সের হাত থেকে এই দায়িত্ব ভারত নেওয়ায় তাঁরা আনন্দিত। বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের সঙ্গে একযোগে কাজ করতে ফ্রান্স আগ্রহী বলে জানিয়েছেন তিনি।

উল্লেখ্য, ১৫ সদস্যের নিরা পত্তা পরিষদে ভারত স্থায়ী সদস্য না হলেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসাবেও উঠে এসেছে বারবার। আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে দেশ। তবে প্রধানমন্ত্রীর এই ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া একেবারেই প্রথম দৃষ্টান্ত। এর আগে ১৯৯২ সালে নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসিংহ রাও। আর বৈঠকের সভাপতি হিসাবে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।

টিএসআর

● প্রথম পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রী জওয়ানদের পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, টি এস আর বাহিনীকে ভিনরাজ্যে পাঠানোর সময় জওয়ানদের মধ্যে প্রথমে অনীহা ছিলো। এখন অনেকেই ভিনরাজ্যে যেতে ইচ্ছুক। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাহিনীতে কাজ করে যারা আত্ম বলিদান দিয়েছেন তাদের অবদান স্বরণ করতে হবে। রাজ্যের ইতিহাস, পরম্পরা ও সংস্কৃতির প্রতি আরও যত্নশীল হতে হবে আমাদের প্রত্যেককে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বাহিনীর একজন কনস্টেবল হয়ে নিজেকে ছোট ভাবার কোন প্রয়োজন নেই। ব্যক্তির পদ নয়, ব্যক্তির কাজই হল বড়। সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করাই বড় কথা। সৈনিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, টি এস আর কে স্মার্ট ব্যাটেলিয়ান হিসেবে গড়ে তুলতে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে টি এস আর এর পোশাক পরিবর্তন। তাছাড়াও টি এস আর এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় ও তাদের সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে সি বি এস ই স্কুল সহ বিভিন্ন বিষয় সরকারের বিবেচনায় রয়েছে। রাজ্যে ৫ হাজার পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই বাহিনীর জওয়ানদের মধ্যে যে সাহসিকতা, ইতিবাচক মানসিকতা এবং দক্ষতা রয়েছে তাকে কাজে লাগিয়ে কর্তব্য পালনের পাশাপাশি বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলাদের প্রতি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ১৮ উর্ধ্বদের ৯১ শতাংশ কোভিড টিকাকরণের কাজ শেষ হয়েছে। পশ্চিম জেলায় ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণ হয়ে গেছে। রাজ্যে ১১টি নগর এলাকায় ও ২৪৪টি গ্রামীণ এলাকায় ১০০ শতাংশ কোভিড টিকাকরণ হয়ে গেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজা পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি, টি এস আর-এর আই জি জি এস রাও, ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

মেয়েরা এগিয়ে

● প্রথম পাতার পর

গত বছর নিয়মিতদের পাশের হার ছিল ৮০.৮০ শতাংশ। তিনি বলেন, উচ্চ মাধ্যমিকে এডিসি এলাকায় অবস্থিত স্কুলগুলিতে পাশের হার ৯২.৩৭ শতাংশ। যা গত বছর ছিল ৭৩.৬৮ শতাংশ। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকে এসটি এবং এসসিদের পাশের হার যথাক্রমে ৯২.০৯ এবং ৯৫.২৩ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে জেলাস্তরে সর্বোচ্চ পাশের হার উত্তর ত্রিপুরা জেলায়। এই জেলায় পাশের হার ৯৬.৪৭ শতাংশ। উচ্চ মাধ্যমিকে জেলাস্তরে সর্বনিম্ন পাশের হার গোমতি জেলায়। এই জেলায় পাশের হার ৯২.৪৭ শতাংশ।

ড় সাহা বলেন, বাকি জেলাগুলির মধ্যে ধলাই জেলায় পাশের হার ৯৪.০১ শতাংশ, খোয়াই জেলায় পাশের হার ৯৩.৮৮ শতাংশ, দক্ষিণ জেলায় পাশের হার ৯৬.১৬ শতাংশ, সিপাহিজলা জেলায় পাশের হার ৯৬.২৯ শতাংশ, উনকোটি জেলায় পাশের হার ৯৪.৬৮ শতাংশ এবং পশ্চিম জেলায় পাশের হার ৯৫.৮৯ শতাংশ। পর্ষদ সভাপতি জানান, আরবিক, হিন্দি ম্যানেজমেন্ট, মিজো, মিউজিক, সোসিওলজি, এই ছয়টি বিষয়ে ১০০ শতাংশ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে।

তিনি বলেন, এ বছর ২০১৯-২০ সালে রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে চালু হওয়া এনসিইআরটি সিলেবাসের প্রথম ব্যাচের ছাত্রছাত্রীদের প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ছিল। এ বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে পাশের হার ৯৮.৬৫, বিজ্ঞান বিভাগে ৯৮.২৮ এবং বাণিজ্য বিভাগে পাশের হার ৯৬.২২ শতাংশ। অপরদিকে মাদ্রাসা ফাজিল আর্টস বিভাগে পাশের হার ৮৭.৫০ এবং থিওলজি বিভাগে পাশের হার ৮৮.২৪ শতাংশ। পর্ষদ সভাপতি আরও জানান, প্রকাশিত ফলাফলে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী সন্তুষ্ট হতে পারবে না, তারা ইচ্ছে করলে করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পরীক্ষা দিতে পারবে। আর সেই ফলাফলই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। সেই সাথে এই পরীক্ষায় যারা কম্পার্মেন্টাল পাবে তারা এবং উচ্চ মাধ্যমিকে আজ যাদের ফল প্রকাশ হয়নি এমন সিঙ্গল সাবজেক্ট, ইক্যুইভেলেন্স এবং ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার্থীদেরও এই পরীক্ষা দিতে হবে। এর জন্য কোনও পরীক্ষা ফি দিতে হবে না।

পর্ষদ সভাপতি বলেন, পাশের ক্ষেত্রে এবং গ্রেড পাওয়ার দিক দিয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা সংখ্যায় অনেক বেশি। উচ্চ মাধ্যমিকে ১১,৮৭২ জন ছেলে পাশ করেছে এবং ৫৭৪ জন গ্রেড পেয়েছে। সেই তুলনায় ১২,৪১১ জন মেয়ে পাশ করেছে এবং ৮২৬ জন গ্রেড পেয়েছে।

আগরতলায়

● প্রথম পাতার পর

তদন্ত শুরু করলেও এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় নি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। উল্লেখ্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাফিয়া চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

মাফিয়াদের উৎপাতে জমি বিক্রি করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সবকিছু জেনেশুনে সরকার এবং প্রশাসন মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে অভিযোগ। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যেখানে মাফিয়া দৌরাত্ম্য বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেখানে মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত সত্ত্বেও কোনো ধরনের ব্যবস্থা না নেওয়ার ঘটনায় জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে বাম আমলে যারা মাফিয়া কি করত তারা জামা পাল্টে রাম আমলে একই কায়দায় মাফিয়া গিরি অব্যাহত রেখেছে। বর্তমান শাসক দলের লোকজন এই চক্রে জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। সে কারণেই পুলিশ এবং প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কঠোর কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

নাগরিকদের

● প্রথম পাতার পর

সরকার? তাই এবার অসমের করিমগঞ্জ জেলার চুড়াইবাড়িতে জাতীয় সড়ক এবং রেলপথে অবরোধ সৃষ্টি করে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করার হুঙ্কার দিয়েছেন স্থানীয় ক্ষুব্ধ জনতা সহ বিভিন্ন সংগঠন।

এ ব্যাপারে আজ রবিবার (১ আগস্ট) অসমের মুখ্যমন্ত্রী, করিমগঞ্জের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, বাজারিছড়া থানার ওসি এবং চুড়াইবাড়ি পুলিশ ওয়াচপোস্টের ইনচার্জকে পৃথক পৃথক স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন প্রতিবাদী জনতা। স্মারকপত্রে তাঁরা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রবিবার (১ আগস্ট) বিকেল তিনটা থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে যদি অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়া হয়ে মিজোরাম যাওয়ার পণ্য পরিবাহী গাড়ি যদি বন্ধ করা না হয়, তা-হলে অসমের চুড়াইবাড়িতে জাতীয় সড়ক এবং রেলপথ অবরোধ করে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে অনির্দিষ্টকালের অর্থনৈতিক অবরোধ গড়ে তোলা হবে।

আসামী

● প্রথম পাতার পর

তিন জন পুলিশ কনস্টেবল ও দুই জন টিএসআর কর্মীই সাথে ছিল। যদিও পালানোর খবর পাওয়া মাত্র বিলোনিয়া থানা থেকে অভিযুক্ত ইব্রাহিমের খোঁজে বিশাল পুলিশ বাহিনী তল্লাশিতে নেমেছে। মেডিকেল করানোর সময় যে পুলিশ এবং টিএসআর কর্মীরা চোরদের নিয়ে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশ সুপার কি ব্যবস্থা নেন সেটাই এখন দেখার বিষয়। পুলিশ ও টিএসআর কর্মীদের কর্মীদের এক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সংবাদ লেখার সময় পর্যন্ত পালিয়ে যাওয়া আসামিকে জালে তুলতে পারেনি পুলিশ।

আত্মঘাতী

● প্রথম পাতার পর

অন্য কোনো কারণ আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে বলে পশ্চিম থানার পুলিশ জানিয়েছে। পরিবারের লোকজনদের অনুপস্থিতিতে ফাঁসিতে আত্মহত্যার সংবাদে গোটা এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

াঙ্গন

টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পি ভি সিন্ধু। ছবি-টুইটার।

চিনের হে বিং জিয়াওকে হারিয়ে অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জিতলেন সিন্ধু

টোকিও, ১ আগস্ট (হি.স.): পি ভি সিন্ধুর হাত ধরে দ্বিতীয় পদক এল দেশে। চিনের হি বিং জিয়াওয়েকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে ব্যাডমিন্টনে মহিলাদের সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ জয় সিন্ধুর। খেলার ফল ২১-১৩, ২১-১৫। সুশীল কুমারের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে অলিম্পিকে দ্বিতীয় পদক সিন্ধুর।

রিও অলিম্পিকে রুপোজয়ী সিন্ধু এবারও অলিম্পিকের শুরু থেকেই ছন্দে ছিলেন। তবে সেমিফাইনালে হেরে যাওয়ায় তাঁর সোনা বা রুপোর পদক জয়ের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। রবিবার ছিল ব্রোঞ্জের ম্যাচ। যেখানে মুখোমুখি হয়েছিলেন দুই সেমিফাইনালের পরাজিতরা। হে বিং জিয়াওয়ের বিরুদ্ধে সিন্ধু প্রথম গেম জিতে নেন মাত্র ২৩ মিনিটে। ২১-১৩ ব্যবধানে। দ্বিতীয় গেমে চিনা প্রতিপক্ষ কিছুটা লড়াই করলেও শেষরক্ষা হয়নি। দ্বিতীয় গেমও জিতে নেন সিন্ধু। দ্বিতীয় গেমের ব্যবধান সিন্ধুর পক্ষে ২১-১৫।

৪১ বছর পর অলিম্পিক্স সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ ভারতীয় হকি দলের

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : ছন্দে থাকা ভারতীয় হকি দলকে নিয়ে এবারের টোকিয়ো অলিম্পিক্সে স্বপ্ন দেখছেন সমর্থকরা। গ্রুপ পর্বে দ্বিতীয় স্থানে, এক নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে মাত্র এক পয়েন্ট কম। পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে চারটিতেই জিতেছেন মনপ্রীত সিংহরা। এবার কোয়ার্টার ফাইনালে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়াই।

ভারত বনাম ব্রিটেনের হকি ম্যাচের কথা উঠলেই ফিরে যেতে হয় ১৯৪৮ সালে। সে বারের অলিম্পিক্সের ফাইনালে ব্রিটেনকে হারিয়ে সোনা জয় ভারতের। স্বাধীনতার পর প্রথম বার অলিম্পিক্সে সোনা জয়, তাও আবার ব্রিটিশদের হারিয়ে। ১৯৫২ এবং ১৯৬০ সালের অলিম্পিক্সে ব্রিটেনকে নক আউট পর্ব থেকে ছিটকে দিয়েছিল ভারত। ১৯৭২ সালে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে ব্রিটেনকে হারায় তারা।

গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে জিতলেই সেমিফাইনালে পৌঁছে যাবেন মনপ্রীতরা। ৪১ বছর পর ফের অলিম্পিক্সের সেমিফাইনালে ওঠার সুযোগ ভারতের সামনে। উল্টো দিকে থাকা গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ২০১৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসে দু'বার মুখোমুখি হয় ভারত।

গ্রুপ ম্যাচে ব্রিটেনকে ৪-৩ গোলে হারিয়ে দিলেও ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে ১-২ গোলে হেরে যায় তারা। এই মুহূর্তে হকিতে বিশ্বের তিন নম্বর ভারত। ক্রমতালিকায় ষষ্ঠ স্থানে ব্রিটেন।

কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পাঁচটি ম্যাচের মধ্যে দুটিতে ড্র করে তারা। ১৯৮৮ সালের পর অলিম্পিক্স হকিতে পদক জেতেনি ব্রিটেন। ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে হেরে যায় তারা।

১০০ মিটারে নতুন রাজা পেল টৌকিও অলিম্পিক

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট।। ১০০ মিটারে নতুন রাজা পেল টোকিও অলিম্পিক। ৯.৮০ সেকেন্ড সময় নিয়ে সেরা হলেন ইতালির স্প্রিন্টার মার্সেল জ্যাকবস। সাধারণত জ্যামাইকা, যুক্তরাষ্ট্র বা কানাডা থেকে এই ইভেন্টে পদক এসে থাকে। কিন্তু সকলকে বেশ অবাক করেই এবার সেরা হলেন ইতালিয়ান স্প্রিন্টার।

তবে এটা ঠিক, নিজের সেরা পারফরম্যান্স দিয়ে ১০০ মিটারের স্বর্ণ ছিনিয়ে নিয়েছেন জ্যাকবস। ইতালির প্রথম স্প্রিন্টার হিসেবে ১০০ মিটারে স্বর্ণ জিতে ইতিহাস গড়লেন তিনি।

এই ইভেন্টে রুপা জিতেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রেড কার্লে। তিনি সময় নিয়েছেন ৯.৮৪ সেকেন্ড। ব্রোঞ্জ পেয়েছেন কানাডার আন্দ্রে দে গ্রেস। দৌড় শেষ করতে তার সময় লেগেছে ৯.৮৯ সেকেন্ড।এই তিন স্প্রিন্টারই রবিবার ১০০ মিটারে নিজেদের সেরা টাইমিং করলেন।

এদিন ১০০ মিটার ফাইনাল শুরু আগেই গ্রেট ব্রিটেনের জার্নেল হিউজেস ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যান। আর নাইজেরিয়ার ইনোচ আদেগোকে দৌড় শেষ করতেই পারেননি। মাঝপথেই চোট পান তিনি। এই দুটি অঘটনের চেয়েও বোধ হয় ইতালির স্প্রিন্টারের ১০০ মিটারে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা বড় বিস্ময় টোকিও অলিম্পিকে।

৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ড্রেসেলের বিশ্বরেকর্ড

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট।। অলিম্পিকে একের পর এক রেকর্ড গড়ে 'জলদৈত্য' নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন মাইকেল ফেলেপস। আমেরিকান এই সাঁতারুর স্মৃতি যেন একের পর এক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তার স্বদেশি সেলেব ড্রেসেল।

ইতিমধ্যে টোকিও অলিম্পিকে একের পর এক রেকর্ড গড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছেন তিনি। এই আমেরিকান সাঁতারু এবার ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে রেকর্ড গড়ে সোনা জিতেছেন। এ নিয়ে টোকিও অলিম্পিকে চতুর্থ সোনা জিতলেন ড্রেসেল।

রবিবার পুলে নেমে এই ইভেন্টে আধিপত্য দেখান ড্রেসেল। সোনা জয়ের পথে সময় নিয়েছেন ২১.০৭ সেকেন্ড। ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে যা অলিম্পিক রেকর্ড। তার চেয়ে ০.৪৮ সেকেন্ডের ব্যবধানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় হয়েছেন ফ্রান্সের ফ্লোরেন্ত মানাদো। ব্রোঞ্জ জিতেছেন ব্রাজিলের ব্রুনো ফ্রাতুস। ৫০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে ২০১৬ রিও অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন মানাদো।

এর আগে বিশ্ব রেকর্ড গড়ে সাঁতারের ১০০ মিটার বাটারফ্লাইয়ে সোনা জেতেন ড্রেসেল। যা ছিল টোকিও অলিম্পিকে তার দ্বিতীয় সোনা। এ ছাড়া ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে সোনা জেতেন তিনি। ৪শ্র১০০ ফ্রি-স্টাইল রিলেতেও সোনা জেতেন ড্রেসেল।

অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধান নির্বাচক বেইলি

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট।। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার নতুন প্রধান নির্বাচক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে দেশটির সীমিত ওভারের সাবেক অধিনায়ক জর্জ বেইলিকে।

অজিদের হয়ে তিনি ৯০টি ওয়ানডে ও ৫টি টেস্ট খেলেছেন। অবসরে যাওয়া ৬৭ বছর বয়সী ট্রেভর হন্সের স্থলাভিষিক্ত হলেন ৩৮ বছর বয়সী বেইলি।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ও ঘরের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাশেজকে প্রাধান্য দিয়ে এই নিয়োগ দিল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দায়িত্ব গ্রহণের পর বেইলি জানান, তিনি 'তার যাত্রার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন'।প্রধান নির্বাচক বেইলি ও কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের প্যানেলের জন্য এবার তৃতীয় সদস্য খুঁজছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

অলিম্পিক্সের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিলেন সতীশ

টোকিও, ১ আগস্ট (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিক্সে কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিলেন ভারতীয় বক্সার সতীশ কুমার। বক্সিংয়ে শনিবার তিনি জিতলেই আরও একটি পদক নিশ্চিত হত দেখতেই পাচ্ছিলেন না সতীশ কুমার। প্রতিপক্ষ বি জালোলভের কাছে এদিন ৫-০ ব্যবধানে হেরে গিয়েছেন তিনি। তবে তাঁর লড়াইকে কুর্নিশ জানিয়েছে বিপক্ষও। খেলা শেষে সতীশের ফাইনালে জামাইকার রিকার্ডো ব্রাউনকে পরাজিত করেন তিনি। সেই সময়েই চোট পান তিনি। সাত-সাতটি সেলাই করতে হয়েছে তাঁর মুখে। তিনি যে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলতে

ভারতের। কিন্তু উজবেকিস্তানের বাখোদির জালোলাভের বিরুদ্ধে ০-৫ ব্যবধানে উড়ে গেলেন সতীশ।

রবিবার ভারতের হেভিওয়েট বক্সার সতীশ কুমার সাতটি সেলাই নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে লড়েন। শেষ আটের ম্যাচে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করে রয়েছে সতীশের জন্য। কারণ, তাঁর প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তানের বাখোদির জালোলভ। যিনি বিশ্ব ও এশীয় চ্যাম্পিয়ন। শেষ ষোলোর ম্যাচে আজেরবাইজানের মহম্মদ আবদুল্লায়েভকে ৫-০ উড়িয়ে দিয়েছেন। সতীশ কোনওদিন জালোলভকে হারাতে পারেননি। দুজনের শেষ সাক্ষৎ হয়েছিল ইন্ডিয়া ওপেনে। সেখানে লড়াই করলেও শেষ পর্যন্ত হেরে যান সতীশ।

রবিবার সতীশ বাঁ চোখে প্রায় প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন উজবেক তারকা। অলিম্পিক বক্সিংয়ের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হেরে বিদায় নিলেন সতীশ। পুরুষদের ৯১ কেজি ক্যাটেগরিতে নেমেছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিপক্ষ বাখোদির জালোলোভ বিশ্বের এক নম্বর বক্সার। প্রি-কোয়ার্টার নামবেন সে কথাই কেউ ভাবেনি। টোকিও অলিম্পিকে ছেলেদের বক্সিং থেকে ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন অমিত পাঙ্গাল, মণীশ কৌশিক, বিকাশ কৃষাণ, আশীষ কুমাররা। একা আশা দেখাচ্ছিলেন সতীশই। কিন্তু এদিন তিনিও বিদায় নিলেন।

৩১ বছর পর টেনিসে সোনা জিতল চেক প্রজাতন্ত্র

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট।। টোকিও অলিম্পিকের টেনিসে নারীদের ডাবলে চেক প্রজাতন্ত্রকে সোনা এনে দিয়েছে বারবোরা ক্রেজচিকোভা ও কাটেরিনা সিনিয়াকোভা। রবিবার আরিয়াকে টেনিস সেন্টারে দুর্দান্ত পারফরফ্যান্সে এই জুটি ৭-৫ ও ৬-১ গেমে হারিয়েছে শীর্ষ বাছাই সুইজারল্যান্ডের বেলিন্দা বেনচিচ ও ভিক্টোরিজা গোলুবিচকে। টোকিও অলিম্পিকে দ্বিতীয় সোনা জয়ের সামনে ছিলেন বেনচিচ। এর আগে শনিবার নারীদের সিঙ্গেলে সোনা জিতেছেন তিনি। ফ্রেঞ্চ ওপেন জয়ী বারবোরা ও কাটেরিনা জুটি প্রথম সেটে হারলেও দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়িয়ে জয় তুলে নেয়। ৩১ বছর পর এবারই প্রথম টেনিসে অলিম্পিক সোনার দেখা পেল চেকরা। শেষবার তারা সোনা জিতেছিল ১৯৮৮ সালে। বারবোরার সাবেক কোচ জানা নোভোৎনা ছিলেন টেনিসে শেষ চেক পদকজয়ী।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

রবিবার উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু হায়দরাবাদে জিএমআর এর জীবনজীবিকা স্বশক্তিকরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। ছবি-পিআইবি।

মণিপুর কংগ্রেসে বড় ধাক্কা, বিজেপিতে যোগদান প্রাক্তন প্রদেশ সভাপতি

নয়াদিল্লি / ইমফল, ১ আগস্ট (হি.স.) : মণিপুর কংগ্রেসকে বড়সড় ধাক্কা দিয়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রাজ্যের সদ্যপ্রাক্তন দলীয় সভাপতি তথা ছয়বারের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী গোবিন্দদাস কনথৌজাম। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী আজ রবিবার এখানে (নয়াদিল্লি) বিজেপির সর্বভারতীয় সদর দফতরে সম্বিৎ পাত্রা, মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ তাঁকে দলে স্বাগত জানিয়েছেন।

কনথৌজাম গোবিন্দদাস রাজ্যের সবচেয়ে বরিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ছিলেন। এমন এক ব্যক্তির বিজেপিতে যোগদান উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতা সম্বিৎ পাত্রা বলেন, কনথৌজাম গোবিন্দদাস কেবল মণিপুরেই পরিচিত, তা নয়, তিনি গোটা উত্তরপূর্বের পরিচিত মুখ। বছরের পর বছর ধরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন তিনি। সম্বিৎ পাত্রা বলেন, বিভিন্ন দলের বরিষ্ঠ বিশিষ্ট নেতৃবর্গ বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন কেবল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উন্নয়নমূলক কাজ দেখে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে দেশের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে সকল পদক্ষেপ নিয়েছেন তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বরিষ্ঠ নেতা কনথৌজাম গোবিন্দদাস বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ক্যাবিনেটে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাঁচজনকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে বেছে নিয়েছেন। এর জন্য গোটা উত্তরপূর্বের জনতা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভারতের ইতিহাসে উত্তরপূর্বের সঙ্গে এ-ধরনের বৈষম্যহীন ব্যবহার এবং অবশ্য সুদৃষ্টি আর কোনও প্রধানমন্ত্রীর পড়েনি। প্রধানমন্ত্রী মোদীর কল্যাণেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এখন দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, শান্তির বাতাবরণ ফিরে আসছে, বলেন বীরেন সিংহ।

প্রসঙ্গত গতকাল বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র অনিল বালুনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আগামীকাল (আজ রবিবার) দুপুর ১২টায় ৬-এ দীনদয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দফতরে একজন 'বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব' দলে যোগদান করবেন।

গোবিন্দদাস কনথৌজাম গত ২০ জুলাই মণিপুর প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি এবং দলীয় প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। এর পর গত ২৮ জুলাই বিধায়ক পদেও ইস্তফা দেন। গোবিন্দদাসের মতো বরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী নেতা বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় আগামী বছর অনুষ্ঠেয় রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে কংগ্রেসের কাছে বড় ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে।

২০১৭ সালে ৬০ আসনের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে অন্য দলের সঙ্গে জোট বেঁধে সরকার গঠন করেছিল এন বীরেন সিংহ নেতৃত্বাধীন বিজেপি। সম্প্রতি কয়েকজন কংগ্রেস নেতার দলত্যাগ এবং বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ার পর বিধানসভায় সদস্য সংখ্যা কমে হয়েছে ৫৬। এর মধ্যে বিজেপির ২৫ এবং কংগ্রেসের ১৭।

সামান্য কমল দৈনিক মৃত্যু, দেশের প্রায় অর্ধেক সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কেরল

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.) : দেশে ফের বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৮৩১ জন। দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যাও ৫০০-এর উপরেই রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৫৪১ জনের। বেশিরভাগ রাজ্যে সংক্রমণ কমলেও উদ্বেগ বাড়াচ্ছে কেরল। দক্ষিণের এই রাজ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় আক্রান্তের সংখ্যা ২০ হাজার ৬২৪, যা দেশের দৈনিক সংক্রমণের ৪৯.৩০ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, রবিবার পর্যন্ত ভারতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩ কোটি ১৬ লক্ষ ৫৫ হাজার ৮২৪। এখনও পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ২৪ হাজার ৩৫১ জনের। দেশে মোট কোভিড সংক্রমণের হার সামান্য কমে হয়েছে ৬.৭৬ শতাংশ। যদিও গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমণের হার একই রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড সংক্রমণের হার ২.৩৪ শতাংশ। আক্রান্তের তুলনায় গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে সুস্থতার সংখ্যা বেশ কিছুটা কম। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৩৯ হাজার ২৫৮ জন। এখনও পর্যন্ত মোট ৩ কোটি ৮ লক্ষ ২০ হাজার ৫২১ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন। অর্থাৎ দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এই মুহূর্তে দেশে মোট সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ১০ হাজার ৯৫২।

গত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে মোট ১৭ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৪৬ কোটি ৮২ লক্ষ ১৬ হাজার ৫১০ জনের। অন্য দিকে এক দিনে দেশে ৬০ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪২ জনকে টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকাকরণ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ৪৭ কোটি ২ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৯৬ জন টিকা পেয়েছেন দেশে।

খেলার মাঠেই মৃত্যু হল ফুটবল খেলোয়াড়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২ আগস্ট।। মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে পেল রবিবার অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলা কমলাসাগর মতিনগর এলাকার শত শত জনগণ কান্নায় ভেঙ্গে পরেন। সেই দৃশ্য দেখে ঘটনার বিবরণে প্রকাশ কমলাসাগর বিধানসভা মতিনগর স্কুল মাঠে ক্রীড়া একাডেমীর উদ্যোগে ফুটবল টুর্নামেন্ট চলছে গত কয়েকদিন যাবৎ। মৃত্যুর দিন হাজার হাজার মানুষ সেখানে জড়ো হয় সেই ফুটবল খেলা দেখার জন্য রবিবার টুর্নামেন্টের খেলা ছিল মতিনগর বনাম মিয়াপাড়া একাদশ। মতিনগর একাদশের পক্ষ ওই এলাকারই ১৮ বছরের যুবক আক্তার হোসেন মাঠে নামে। খেলার জন্য খেলা চলাকালীন সময়ে খেলা করতে আচমকা আক্তার হোসেন দৌড়ের মধ্যেই মাঠের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। মুহুর্তের মধ্যে এলাকার জনগণ প্রথমে তাকে মধুপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। কিন্তু তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় হাপানিয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়ে দেয় অনেক পূর্বে তার মৃত্যু হয় এলাকায় নিয়ে আসতেই হাজার হাজার জনগণ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

ফের ভূমিকম্প অরুণাচল প্রদেশে, ৩.৬ তীব্রতা

ইটানগর, ১ আগস্ট (হি.স.) : ফের ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠেছে অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী এবং সংলগ্ন অঞচল। আজ রবিবার সকাল ৬-টা ৫৬ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে অনুভূত কম্পনের তীব্রতা রিখটার স্কেলে ৩.৬ ধরা পড়েছে। আজকের ভূমিকম্পের অভিকেন্দ্র ছিল রাজধানীর উত্তরাঞ্চলে। মৃদু ভূমিকম্পে কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ইটানগর সদরে উত্তরাঞ্চলে ৭৯ কিলোমিটার দূরে ভূগর্ভের ১০ কিলোমিটার গভীরে ২৭.৮০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৫৩ দ্রাঘিমাংশে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, এর আগে গত ২১ মে, ২৩ জুনও অনুরূপ মৃদু ভূমিকম্পের ধাক্কায় কেঁপে উঠেছিল পূর্বোত্তর ভারতের অরুণাচল প্রদেশ। গত প্রায় বছর খানেকের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ক্রমাগত ভূমিকম্প হচ্ছে। অসমের শোণিতপুর জেলা এবং অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুরে সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়েছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ১১৯ বার ভূমিকম্প হয়েছে। অতি সম্প্রতি ২১ জুলাই মেঘালয়ের তুরা, ২৬ জুলাই মণিপুরের উখরুল, ১০ জুলাই মধ্য অসমের শোণিতপুর, ৯ জুলাই নিম্ন অসমের গোয়লপাড়া, মণিপুর এবং মেঘালয়ে মৃদু ও মধ্যম ভূমিকম্পের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।

বাড়ছে করোনার 'আর ভ্যালু', টিকাকরণই একমাত্র ভরসা, জানালেন এইমস প্রধান

নয়াদিল্লি, ১ আগস্ট (হি.স.): দেশে করোনার 'আর ভ্যালু' বাড়ছে। এই অবস্থায় টিকাকরণই একমাত্র ভরসা। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কার মধ্যেই এমনটাই জানালেন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর প্রধান রণদীপ গুলেরিয়া।

এই মুহূর্তে ভারতে সংক্রমণ বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা নিচ্ছে ডেল্টা রূপ। ডেল্টার হাত ধরেই ভারতে তৃতীয় ঢেউ আসতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিশেষজ্ঞরা। এই অবস্থায় দেশে করোনার 'আর ভ্যালু' বাড়ার কথা জানিয়ে অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)-এর প্রধান রণদীপ গুলেরিয়া বলেন, "করোনার আর ভ্যালু .৯৬ থেকে বেড়ে ১ হয়েছে। এটা চিন্তার বিষয়। এর মানে এক জন আক্রান্তের থেকে অন্যদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেড়ে যায়। যে এলাকায় সংক্রমণ বাড়ছে সেখানে বেশি নমুনা পরীক্ষা, সংক্রমণের উৎস সন্ধান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।" তিনি আরও গুলেরিয়া বলেন, "হাম বা চিকেন পক্সের ক্ষেত্রে আর ভ্যালু প্রায় ৮। অর্থাৎ এক জনের থেকে আট জনের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আমরা দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময় দেখেছি এক জনের থেকে পুরো পরিবারকে আক্রান্ত হতে। চিকেন পক্সের ক্ষেত্রেও এটাই হয়। ডেল্টা রূপে আক্রান্ত এক জনের পক্ষে গোটা পরিবারকে আক্রান্ত করার ক্ষমতা রয়েছে।"

ধর্মনগর থানা এলাকায় চুরি জনমনে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর থানা এলাকার নোয়াপাড়ায় গতকাল রাতে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। এলাকার মানিক সাহার বাড়িতে ঢুকে চোরের দল একটি বাইক চুরি করে নিয়ে গেছে। রবিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির মালিক লক্ষ করেন তার চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানান। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ধর্ম নগর থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে চলে যাওয়া বাইক উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে বাইকটি উদ্ধারের জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। উল্লেখ্য ধর্মনগর শহর ও শহরতলীর এলাকায় গত বেশ কিছুদিন ধরেই চুরির ঘটনা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এলাকায় বসবাসকারী জনগণ আতঙ্কে রয়েছেন। রাত্রিকালীন পুলিশি টহল বাড়ানোর জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে পুলিশের কাছে দাবি জানানো হয়েছে।

কোভিড কেয়ার থেকে পলাতক ব্যক্তি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২ আগস্ট।। গোমতী জেলার উদয়পুর কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে যাওয়া এক ব্যক্তিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন পুলিশ। তার নাম পিন্টু দাস। সে একজন বিচারাধীন বন্দি। উদয়পুর কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর থেকেই তাকে আটক করার জন্য পুলিশের তৎপরতা অব্যাহত থাকে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে রহিমপুর সীমান্ত এলাকা থেকে পিন্টু দাস নামে ওই পলাতক আসামিকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

খুচরোর বাহানায় রেল স্টেশনে যাত্রীদের পকেট কাটা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। রাজ্যের যাত্রীরা টিকিট কেটে হলে প্রমাণ করে থাকেন। এজন্য রাজ্যের যথেষ্ট সুনাম রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি রেল স্টেশনে টিকিট কাউন্টার খোলার দাবি যাত্রীদের তরফ থেকেই উঠেছে। লক্ষনীয় বিষয় হলো কিছু কিছু টিকিট কাউন্টারে খুচরো টাকার অভাবের অজুহাত দেখিয়ে টিকিট মাস্টাররা যাত্রীদের কাটতে শুরু করেছে। তাতে যাত্রী সাধারণের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে।

খুচরো টাকার অজুহাত দেখিয়ে এবার যাত্রী সাধারনের পকেট কাটার অভিযোগ উঠছে মনুবাজার রেল স্টেশনের টিকিট মাস্টারের বিরুদ্ধে। যাত্রী সাধারনের অভিযোগ তা শুধু কোন একদিনের ঘটনা নয়, দীর্ঘ দিন ধরেই মনুবাজার স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে খুচরো টাকার অজুহাত দেখিয়ে ৫ টাকা ১০ টাকা করে যাত্রীদের পকেট কেটে চলছে টিকিট মাস্টার। আর এনিয়ে দু একজন যাত্রী প্রতিবাদ করলে উল্টো টিকিট মাস্টার সহ স্টেশনে কর্মরত অন্যান্য কর্মীরা ছুটে এসে যাত্রীদের হেনস্তা করে বলেও অভিযোগ। যাত্রী সাধারনের অভিযোগ প্রতিদিন কম করেও কয়েকশো যাত্রী রেলে উঠার আগে টিকিট কাউন্টার থেকে সংগ্রহ করে টিকিট। কিন্তু ১৫ টাকা ভাড়ার জন্য ২০ টাকার নোট, কিংবা ৫০ টাকা বা ১০০ টাকার নোট দিলে যাত্রীদের আর খুচরো টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয় না। কাউন্টারে খুচরো থাকলেও যাত্রীদের বলা হয় নেই।অথবা বলেন খুচরো নিয়ে আসতে পারেন না। শুধু তাই নয়, আবার ৫ টাকার কিংবা ১০ টাকার কয়েন দিলেও কাউন্টার মাস্টার তা নেন না বলেও অভিযোগ। এভাবে প্রতিদিন খুব কৌশলে নীরবে যাত্রীদের পকেট কেটে চলছে মনুবাজারের রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে। ভদ্রতার খাতিরে অনেকেই এর প্রতিবাদ করেন না। প্রতিদিন যাত্রীদের পকেট কাটা হচ্ছে। এছাড়াও মনুবাজার রেল স্টেশনের বিরুদ্ধে রয়েছে আরো বহু অভিযোগ। যাত্রীদের দাবী রেল দপ্তরের বিরুদ্ধে উঠা এই অভিযোগের সঠিক তদন্ত করে দপ্তর যেন সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করে।

গন্ডাছড়ায় বিজেপি এসসি মোর্চায় অভ্যন্তরীণ কোন্দল সার্টিফিকেট নিয়েও গুঞ্জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ আগস্ট।। এসসি সার্টিফিকেট যাচাই করলে কেঁচো খুঁজতে সাপকেঁচো বেরিয়ে আসবে। এমনই অভিযোগ গন্ডাছড়া মহকুমা এসসি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষজনের।ধলাই জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি দীপ দাস আদৌও এস সি সম্প্রদায়ের কিনা তা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে স্থানীয় জনমনে। কে সেই দ্বীপ দাস,কোথায় তার বাড়ি , তার পরিচয়ই বা কি তা নিয়ে এলাকার জনমনে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দীপ দাসকে বিজেপির ধলাই জেলা এস সি মোর্চার সভাপতি পদে নিয়োগ করায় সাংগঠনিক অভ্যন্তরীণ কোন্দল চরম আকার ধারণ করেছে। বিজেপি নেতারা না জেনে না শুনে তাকে এসসি মোর্চা সভাপতি পদে নিযুক্ত করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তাদের আরো অভিযোগ সরকার পরিবর্তনের আগে পর্যন্ত দীপ দাস সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে কাজ করেছে। সরকার পরিবর্তনের পর আশ্চর্যজনকভাবে দল পরিবর্তন করে এসে এস সি মোর্চার ধলাই জেলার সভাপতির পদ আঁকড়ে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। এস সি সম্প্রদায়ের জনগণ তাকে কোনভাবেই মেনে নেবেন না বলে পাল্টা বার্তা দেওয়া হয়েছে।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগ বিধানসভা নির্বাচনের দিনও বিজেপি কর্মীদের তার বাড়িতে ডুকতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচনের প্রচার করতে দেওয়া হয়নি।আজ সেই দীপ দাস কিভাবে ধলাই জেলা এসসি মোর্চার সভাপতি সেই প্রশ্ন তুলেছেন ধলাই জেলার এস সি সম্প্রদায়ের জনগণ। গন্ডাছড়ার একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, এক সময় দীপ দাস গন্ডাছড়া এডিসি ভিলেজের হরিপুর ১২কার্ড এলাকায় বিবাহ করেন। এই পাড়ার বাসিন্দা আনন্দ দাসকে ধর্মের বাবা বলে ডাকে দীপ দাস।সেই সুবাদে ধর্মের বাবার এসসি সার্টিফিকেট হাতিয়ে এসসি সাটিফিকেট করে নেয় দীপ দাস নামের ওই ব্যক্তি। তৎকালীন সিপিএম নেতা বলে কথা। ক্ষমতা দেখিয়ে অবৈধভাবে এসসি সার্টিফিকেট হাতিয়ে নিয়েছে বলে অভিযোগ।

প্রশ্ন উঠেছে ধলাই জেলার নেতারা কি জানেন না তার পরিচয়। এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার আগে গন্ডাছড়া নেতাদের সাথে আলোচনা করার দরকার ছিল বলে দলের নেতাদের অভিমত।

এ নিয়ে দলের মধ্যে অন্তর্কোন্দল বেড়ে চলেছে। গন্ডা ছড়ায় যারা দীর্ঘদিন ধরে দলের জন্য কাজ করে এসেছেন তাদেরকে বঞ্চিত করে বহিরাগত একজন লোককে এভাবে ধলাই জেলার এসসি মোর্চার সভাপতি হিসেবে নিযুক্ত করায় ক্ষোভ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। দলের দুঃসময়ের কর্মীদের মূল্যায়ন না করে সাংগঠনিক ভিত আরও দুর্বল হয়ে পড়বে বলে অনেকেই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এখন দেখার বিষয় এ বিষয়ে শেষ পর্যন্ত কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

আন্তঃরাজ্য সীমা বিবাদ, আলোচনায় বসতে রাজি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ১ আগস্ট (হি.স.) : কেন্দ্রের হস্তক্ষেপে অবশেষে আলোচনার মাধ্যমে দুই রাজ্যের সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি করতে সম্মত হয়েছে অসম এবং মিজোরাম। আলোচনার মাধ্যমে আন্তঃরাজ্য সীমান্ত সমস্যা সমাধান করতে সম্মত হওয়ার কথা আজ রবিবার নিজেই জানিয়েছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার মধ্যে টেলিফোনিক বার্তালাপের পর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সঙ্গে এক টেলিফোনিক আলোচনার পর আমরা মিজোরাম-অসম সীমা বিবাদ সম্পর্কিত বিষয়টি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে সন্তোষজনক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করতে সম্মত হয়েছি,' জানিয়েছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। পাশাপাশি জোরামথাঙ্গা মিজোরামের জনসাধারণকে সামাজিক মাধ্যমে স্পর্শকাতর বার্তা পোস্ট না করতে আহ্বান জানিয়েছেন। পরিস্থিতির কোনও সম্ভাব্য উত্তেজনা প্রতিরোধের প্রতি লক্ষ্য রেখে মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা মিজোরামের জনসাধারণকে তাঁদের সামাজিক মাধ্যমের প্ল্যাটফর্মে স্পর্শকাতর বার্তা পোস্ট ন করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, গত ২৬ জুলাই অসম-মিজোরাম সীমান্তবর্তী কাছাড় জেলার লায়লাপুরে মিজোরামের দুষ্কৃতকারীদের বর্বরতা তথা গুলি চালনায় শহিদ হয়েছেন অসম পুলিশের ছয় জওয়ান ও এক নাগরিক। এর পর থেকেই উভয় রাজ্যের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিশেষ করে লায়লাপুরে রীতিমতো যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে অসম পুলিশ ও জওয়ান। কেন্দ্রীয় সরকার অসম সীমান্তে মোতায়েন করেছে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী। ইতিমধ্যে মিজোরাম যাওয়ার একমাত্র জাতীয় সড়ক ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়কে অর্থনৈতিক অবরোধ চলছে। কাটাখাল-ভৈরবী রেল রুটের হাইলাকান্দি জেলার মহম্মদপুরে রেলের ট্র্যাক উপড়ে ফেলে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। মূলত জাতীয় সড়ক ও রেলপথে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টির ফলে তীব্র খাদ্য সঙ্কট দেখা দিয়েছে মিজোরামে। ফলে 'এখন উট পাহাড়ের নীচে আসছে'। কেন্দ্রের চাপে পড়ে আলোচনার টেবিলে বসতে রাজি হয়েছে মিজোরাম সরকার তথা ওই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ জুলাই দুই রাজ্যের মুখ্যসচিব যথাক্রমে মিজোরামের লালনুনমাবিয়া চৌঙ্গ এবং অসমের জিষ্ণু বরুয়াকে দিল্লিতে ডেকে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় কুমার ভাল্লা। ওইদিনই অসম এবং মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রীকে দিল্লিতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দুই মুখ্যমন্ত্রী অসমের হিমন্তবিশ্ব শর্মা এবং মিজোরামের জোরামথাঙ্গাকে নিয়ে পরের দিন ২৯ জুলাই বৈঠকে বসবেন বলে জানিয়েছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসতে দিল্লি যাননি মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। এর পর সীমা বিবাদের সমাধান সূত্র বের করতে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত। ওই চাপে পড়ে অবশেষে ত্রিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে রাজি হয়েছেন জোরামথাঙ্গা।

রবিবার উত্তরপ্রদেশের বারানসিতে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরে পূজা দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ছবি-পিআইবি।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।